ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 November, 2023 ■ আগরতলা ২১ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যভিত্তিক নাটোৎসবের উদ্বোধন করে

নাট্যশিল্পকে সমৃদ্ধ করার উপর গুরুত্বারোপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। নাটক হচ্ছে একটা শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যম। সমাজকে সঠিক দিশা দেখানোর ক্ষেত্রে নাটক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। আজ বিকেলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে ১১ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জীবনের দর্পন হচ্ছে নাটক। নাটকের মধ্যে সমাজের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠে। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে নাটক একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। তিনি বলেন, রাজ্যের নাট্যচর্চার ইতিহাস অনেক পুরনো। রাজ্যে নাট্যশিল্প যাতে আরও সমৃদ্ধ হয় সেজন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এগার দিনের এই নাট্য উৎসব থেকে উন্নতমানের অভিনেতা, অভিনেত্রীরা বেরিয়ে আসবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুবত চক্রবর্তী বলেন, জীবন যেমন বৈচিত্রে ভরপুর তেমনি নাটকেও অনেক বৈচিত্র রয়েছে।

নাটক হচ্ছে এমন একটা শিল্প যেখানে সংস্কৃতির প্রত্যেকটা দিক প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকে নাট্যচর্চার সাথে যুক্ত করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত দলগুলির এই বিষয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা ত্রিপুরেশ মজমদার ম'তি পুরস্কারে ভূষিত শিল্পী ননী দেব।

স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, ১১ দিনের উৎসবে ২১টি নাটক মঞ্চস্থ হবে। প্রতি সন্ধ্যায় দুটি নাটক মঞ্চস্থ হবে।

তিন শতাধিক শিল্পী এই উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী মানিক দত্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং অনুষ্ঠানের অতিথিদের হাতে উৎসবের শুভেচ্ছা মারক তুলে দেন। উদ্বোধনী পর্বের পর পার্থ মজমদার পরিচালিত সুরপ'ম নাট্যগোষ্ঠীর 'প্রি পেইড' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

জিবি হাসপাতেল ডায়ালাইসিস পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ

হেপারিন ইঞ্জেকশন দেওয়া বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আবারও জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস বিভাগের পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বিগত একমাস ধরে জিবি হাসপাতালের ডায়ালাইসিস বিভাগে বিনামূল্যে ঔষধ পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ রোগীর পরিজনদের।

জনৈক রোগীর পরিজন বলেন, ইতিপূর্বে জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিসের সময় হেপারিন ইঞ্জেকশন সরকারি ভাবে প্রদান করা হতো। কিন্তু গত একমাস ধরে বিনামূল্যে ওই ইঞ্জেকশন প্রদান বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। তাতে বেকায়দায় পরেছেন রোগীর পরিজনেরা। কারণ, বাজারে ওই ঔষধ ৩৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তাতে রোগী পরিবারের লোকজনদের চিকিৎসা করতে গিয়ে নাজেহালের শিকার হচ্ছেন।

রোগীর পরিজনদের আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

রাজ্যে গ্রাহক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বাফার স্টক গড়ে তুলছে নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। রাজ্যের আপামর গ্রাহকদের কাছে সর্বোচ্চ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বিরতিহীন এই পরিষেবায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিভিন্ন সময়ে কোন কোন গ্রাহকের সাময়িক বিচ্ছিন্ন হলেও দ্রুততার সঙ্গে সেই পরিষেবা জারি রাখার বিষয়ে বদ্ধপরিকর নিগম।

কোন কোন মহল পরিষেবা প্রদানে ব্যবহৃত সামগ্রিক কিংবা যন্ত্রাংশের অপ্রতুলতার কথা জানালেও ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমে বর্তমানে গ্রাহক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত সামগ্রী প্রয়োজনের চাইতেও বেশি পরিমাণে মজুদ রয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অপ্রতুলতার জন্য গ্রাহক পরিষেবা কোনভাবেই বিঘ্নিত হবে না। বিদ্যুৎ নিগম এ ব্যাপারে সচেতন।

গ্রাহক পরিষেবায় অগ্রাধিকার না দিয়ে কোন মহল এমন অজুহাত তুললে, গ্রাহকদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই নিগমের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।

গ্রাহকের পরিষেবা নিয়ে কোনরকম ঢিলেমি না করার জন্য ও নিগমের প্রকৌশলী এবং কর্মীদেরকে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ নিগমের কেন্দ্রীয় মজুদ ভান্ডারে বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ সংশ্লিষ্ট পিভিসি তার যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ রয়েছে। কন্ডাক্টর, ট্রান্সফর্মার ,কাট আউট , প্রিপেইড মিটার এমনকি পর্যাপ্ত পরিমাণে স্টিল খুঁটিও মজুদ রয়েছে। গ্রাহক পরিষেবাকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনে আরো মজুদ রাখবে নিগম।

গ্রাহক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।এছাড়াও কারো কোন অভিযোগ থাকলে সুনির্দিষ্ট তথ্য সহ নিগমের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করার জন্য অনুরোধ।

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে বলেও নিগমের তরফে জানানো হয়েছে।

ভাতার নামে রাজনীতিকরণ হচ্ছে নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। সামাজিক সুরক্ষা ভাতার নামে মূলত রাজনীতিকরণকে প্রাধান্য দিচ্ছে বিজেপি পরিচালিত সরকার। শাসক দলের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলেছে নারী সমিতির সর্বভারতীয় সভানেত্রী রমা দাস।

আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ডুকলি মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডুকলি ব্লকে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

নারী সমিতির সর্বভারতীয় সভানেত্রী রমা দাসের অভিযোগ, সামাজিক সুরক্ষা ভাতার নামে মূলত রাজনীতিকরণকে প্রাধান্য দিচ্ছে বিজেপি পরিচালিত সরকার। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জগদ্ধাত্রী মায়ের আরাধনা ঘিরে চলছে মূর্তি পাড়ায় শেষ তুলি টান । ছবি- নিজস্ব।

বাথরুমে উদ্ধার অগ্নিদগ্ধ দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ নভেম্বর।। সোনামুড়ার মধুবন এলাকায় এক অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে। জানা গেছে মৃত মহিলার নাম সুদীপা সাহা,বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিমাই চন্দ্র সাহা। সুদীপা সাহার (৩২) প্রাথমিক ভাবে জানা যায় সুদীপা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। প্রায় ১২ বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের বিয়ে হয়েছিল সুদীপার, তিন বছর আগে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। বাবার বাড়িতেই থাকতো সুদীপা কিন্তু আজ হঠাৎ কি কারনে আত্মহত্যা করেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা।সুদীপার এক মেয়ে ও এক ছেলে সন্তান রয়েছে। যদিও সন্তানরা স্বামীর কাছে থাকে। বিচ্ছেদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরে প্রিপেইড অটো পরিষেবা মূল্য মুকুবের দাবিতে সিন্ধিয়াকে চিঠি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আগরতলা বিমানবন্দরে প্রিপেইড অটো রিক্সার উপর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা ৩০ টাকা পরিষেবা মূল্য মুকুব করার দাবিতে বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে প্রতিদিন প্রিপেইড অটোর পরিষেবা গ্রহণ করা যাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। প্রতিদিন ২০-৩০ জন যাত্রী প্রিপেইড অটোর পরিষেবা গ্রহণ করছে। ফলে অটো চালকদের আয়ের পরিমাণও অনেকটাই কম। তাই তাদের সুবিধার্থে এই পরিষেবা খরচ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন মন্ত্রী। চিঠিতে বিস্তারিতভাবে মন্ত্রী জানিয়েছেন, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এমবিবি বিমানবন্দরকে গ্রুপ-সি শ্রেনীর বিমানবন্দর হিসেবে শ্রেনীভুক্ত করলেও অন্যান্য মেট্রোপলটন শহরের তুলনায় এই বিমানবন্দরে যাত্রী উঠানামার সংখ্যা অনেকটাই কম। অনান্য শহরের তুলনায় আগরতলা পরিধিতে অনেকটাই ছোট হওয়ায় প্রিপেইড অটো রিক্সাগুলি সর্বাধিক ১০ থেকে ১৫ কিমি রাস্তা যাত্রীদের নিয়ে যান। প্রতিদিন প্রিপেইড অটো রিক্সা ৩ থেকে ৪ টি যাত্রা সম্পন্ন করেন। যার ফলে তাদের আয়ের পরিমাণ অনেকটাই কম। দৈনিক ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা প্রতিটি প্রিপেইড অটো রিক্সা চালক রোজগার করেন।

সেই দিক বিবেচনা করে রাজ্য পরিবহন দপ্তর প্রিপেইড অটো রিক্সার উপর ১০ টাকা চার্জ সম্পূর্ণ রূপে মুকুব করেছে। এবারে এয়ারপোর্ট অথরিটি যেন প্রিপেইড অটো রিক্সার চালকদের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৩০ টাকা পরিষেবা মূল্য মুকুব করেন, মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে দেওয়া চিঠিতে সেই দাবি জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অন্যদিকে মন্ত্রী চিঠিতে এও উল্লেখ করেছেন, খুব শীঘ্রই রাজ্য পরিবহন দপ্তর খুব শীঘ্রই এমবিবি বিমানবন্দর থেকে প্রিপেইড ট্যাক্সি পরিষেবা চালু করতে যাচ্ছে। তখন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া প্রিপেইড ট্যাক্সির উপর ৩০ টাকা পরিষেবা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটমুখী বাংলাদেশে হিংসা অব্যাহত

ঢাকা, ২০ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার বিরোধীদের ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতালের দ্বিতীয় দিনে বগুড়ায় জামাতের নেতাকর্মীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে। ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টাও হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভোটমুখী বাংলাদেশে হিংসা অব্যাহত। বিরোধী দল বিএনপি ও সঙ্গী জামাত শিবিরের তাণ্ডব দেখছে দেশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার শহরের কানুচগাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জামাতের নেতাকর্মীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বৈঠক

জনগণকে রোজগার ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে উৎসাহিত করা ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র অংশের মানুষকে চিহ্নিত করতে এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে প্রাধান্য দিতে হবে। আজ রাজভবনে বৈঠকে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এদিন রাজ ভবনে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সন্দীপ আর রাঠোর, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং ও আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ড় শৈলেশ কুমার যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে রাজ্যপাল গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির খোঁজখবর নিয়েছেন। তাছাড়াও রাজ্যপাল এই দপ্তরের প্রকল্প রূপায়ণের অগ্রগতির বিষয়েও খোঁজখবর নিয়েছেন।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিকদের তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র অংশের মানুষকে চিহ্নিত করতে এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে প্রাধান্য দিতে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নির্মীয়মান ঘরের কাজ দ্রুত শেষ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। যেসকল গ্রামে এখনও সড়ক যোগাযোগ গড়ে উঠেনি সেখানে সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলার উপর রাজ্যপাল গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাজ্যপাল বলেন, অন্তত একটি গ্রামকে চিহ্নিত করে সেখানকার জনসাধারণকে রোজগারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে উৎসাহিত করতে হবে।বৈঠকে নগরোন্নয়ন দপ্তরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া সফরে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ নভেম্বর।। বিলোনিয়া সফরে আসেন ত্রিপুরায় নিযুক্ত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মহম্মদ,সফরে আসার পর ত্রিপুরায় নিযুক্ত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনাকে বিলোনিয়া পুরপরিষদের কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী ও বাবুল ভৌমিক সহ বিশিষ্ট জনেরা ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, এরপর সহকারী হাইকমিশনার মহুরিঘাট আন্তঃ শুল্ক বানিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন,পরিদর্শন শেষে বিলোনিয়া কাস্টমস আধিকারিক এর কক্ষে সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনা করেন সহকারী হাইকমিশনার কিছু সময়ের জন্য, বিলোনিয়া কাস্টমস অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান বাংলাদেশের কাস্টমস অফিসে , সেখানেও তিনি বাংলাদেশ ল্যান্ড পোর্ট আধিকারিকদের সাথে কথা বলে আবারো মহুরী ঘাট আন্ত বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে বিলোনিয়াতে আসেন এর পর সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এ বিষয়ে আন্তরিক।

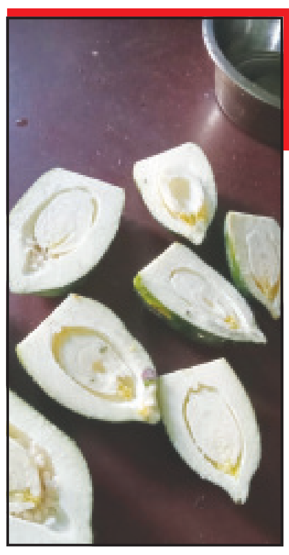

ব্যতিক্রমী পেঁপে দেখতে জনতার ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ নভেম্বর।। উদয়পুর শহরে ব্যতিক্রমী ফল দেখে কৌতুহলী জনগন ভীড় জমিয়েছেন উদয়পুর পুরপরিষদের মধ্যপাড়া এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ উদয়পুর মধ্যপাড়া এলাকার সজল দাস, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক। গত কয়েক দিন আগের ঝড়ে সজল বাবুর বাড়ির একটি ফলন্ত পেঁপে গাছ কাত হয়ে মাটিতে পরে যায়। পেঁপে গাছেতে অনেক পেঁপে হয়। সজলবাবু গাছটিকে হালকা করার জন্য পেঁপে গাছ থেকে কিছু পেঁপে নিকটবর্তী আশেপাশের প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করেন।প্রতিবেশী কয়েক জন পেঁপে রান্না করার জন্য কাটতে গিয়ে তাদের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়,।

শুরু হয় কানাঘোষা। এক মুখ থেকে অন্য মুখ হয়ে পুরো মধ্যপাড়া এলাকায় ছড়িয়ে পরে। কৌতূহলীরা খবর দেয় সাংবাদিকদের। সংবাদ কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সংবাদের সত্যতা খোঁজে পায়। শুরু হয়ে যায় নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন দেশে অমঙ্গল দেখা দিয়েছে, কেউ বলেন এই পেঁপে খাওয়া যাবেনা- খেলে প্রাণহাণি ঘটতে পারে। এই খবর পাওয়া মাত্র সংবাদ কর্মীরা কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করেন। অধিকাংশ কৃষিবিদ,কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষক ও কৃষি আধিকারিকের বক্তব্য হলো ফারটিলাইজেশন বা এম্ব্রযায়ুর সময় এই ঘটনা ঘটতে পারে। যেমনটা মানুষের যমজ সন্তান,পশু পাখির যমজ সন্তান, একটি ডিমের দুটো কুসুম হয়ে থাকে।

এই পেঁপে খেলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এটা হওয়া অস্বাভাবিক বা এবনরমাল গ্রোথ হতে পারে।তবে একটা দুটো পেঁপেতে এটা হতে পারে বেশির ভাগ পেঁপেতে দুটি পেঁপে হওয়ার ঘটনায় বিশেষজ্ঞের মধ্যেও অল্প বিস্তর কৌতূহল রয়েগেছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৪৫ ▫ ২১ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৪অগ্রহায়ণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বাড়িয়াই চলিয়াছে দ্রব্যমূল্য

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অব্যাহত থাকলেও সাধারণ মানুষের আয় ক্ষমতা কিন্তু মোটেই বাড়িতেছে না। খরচের সঙ্গে আয়ের সংহতি না থাকিবার ফলে গরীব মানুষ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন। নেতা মন্ত্রী ও রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা নিজেদের দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিতে অতীত মুহূর্তে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। বাস্তবে এসব প্রতিশ্রুতি কতখানি বাস্তবায়িত হয় তাহা বলা বড়ই মুশকিল। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতেছে পুঁজিপতিদের পুঁজি দিন দিন বাড়িতেছে এবং গরিব মানুষ আরো গরিবে পরিণত হইতেছে। ইহার পেছনেও রাষ্ট্র পরিচালন শক্তি পুরোভাগে দায়ী বলিলে ভুল হইবে না। অবশ্য এই কথা তাহারা গোনাক্ষরেও স্বীকার করিবে না। জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের নানা কৌশল অব্যাহত থাকিবে। জনগণকে সন্তুষ্ট পরিবার নামে নির্বাচন আসিলে রান্নার গ্যাস সহ কিছু সামগ্রিক মূল্য সামান্য হ্রাস করিয়া কৃতিত্ব জাহির করিতে তাহারা ভিন্নমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিলে বিষয়টি দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যমাত্রা ছিল দেশের সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হারকে ৪ শতাংশে আটকাইয়া রাখা। কিন্তু খাদ্যপণ্যে মূল্যবৃদ্ধির হার নাগালের বাইরে। ফলে সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হারও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে অনেকটাই। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'স্টেট অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি' শীর্ষক রিপোর্টে এমনটাই উঠিয়া আসিয়াছে। নরেন্দ্র মোদী মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বড়াই করেন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলিতেছে, খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। এরফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিতেছে। মূল্যবৃদ্ধি কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইতেছে না। বেকারত্ব এবং জিনিসের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধ্বংস হইতেছে দেশের অর্থনীতি। আগামী মাসগুলিতে আরবিআই মূল্যবৃদ্ধির আগাম অনুমান কিছুতেই ৪ শতাংশে বাধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। পেঁয়াজ, টমেটো, খাদ্যশস্য, চিনি'র মত খাদ্য পণ্যের দাম ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া যাইতেছে।

রিপোর্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতেছে, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ ছাড়াইয়া যাইবে। প্রসঙ্গত, অক্টোবর মাসে ক্রেতা মূল্য সূচকের হার নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল ৪.৮৭ শতাংশে। ক্রেতা খুচরো বাজারে যেই দামে জিনিস কেনে, সেই দাম এই সূচকে প্রতিফলিত হয়। স্বাভাবিক ভাবে খুচরো বাজারে দাম বাড়িলে ক্রেতা মূল্য সূচকের মানও বৃদ্ধি পায়। দাম কমিলে উল্টোটা ঘটে। সেপ্টেম্বর মাসে ক্রেতা মূল্য সূচকের হার ছিল ৫.০২ শতাংশ। অক্টোবরে যথেষ্ট কমে। তখন ক্রেতা মূল্য সূচক আশা প্রকাশ করিয়াছিল, সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের আশেপাশে নামিয়া আসিতে পারে। চলতি বছরের জুলাই মাসে ক্রেতা মূল্য সূচকের হার ছিল ৭.৪৪ শতাংশ, যাহা ছিল ১৫ মাসের মধ্যে সর্বাধিক।

মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের 'আক্রান্ত' পুলিশ, গন্ডগোল থামাতে গিয়ে বেসামাল পরিস্থিতি

মুর্শিদাবাদ, ২০ নভেম্বর (হি.স.): ফের গন্ডগোল থামাতে গিয়ে "আক্রান্ত" পুলিশ। এবার মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের একটি গাড়ি। স্থানীয় সূত্রে খবর, রেজিনগরের নাজিরপুর ও তেঘড়ি, এই দুই গ্রামের মধ্যে বিবাদ রয়েছে। রবিবার দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। গন্ডগোল থামাতে গিয়ে তার মাঝে পড়ে যায় পুলিশ। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। দু'পক্ষের বিবাদ থামাতে গিয়ে 'আক্রান্ত' হয় পুলিশ। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজিরও অভিযোগ উঠেছে। রাতে বেলডাঙার এসডিপিও-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মহারাষ্ট্রের থানে এবং নভি মুম্বইয়ের স্কাইওয়াকে ২টি ডাকাতি

থানে, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের থানে এবং নভি মুম্বইয়ের স্কাইওয়াকে ২টি ডাকাতির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সোমবার পুলিশ আধিকারিক একথা জানিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের থানে শহর এবং পার্শ্ববর্তী নাভি মুম্বই শহরে স্কাইওয়াকগুলিতে ডাকাতির দুটি পৃথক ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। রবিবার ডাকাতির দুটি ঘটনা ঘটেছে বলে জানান পুলিশ আধিকারিকরা। চিতলসার থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার রাতে এক ব্যক্তি কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি থানে শহরের আর মলের কাছে একটি স্কাইওয়াকে ছিলেন, তখন আচমকাই রাত ৮ টার দিকে একজন ব্যক্তি পেছন থেকে এসে ধাক্কা দিয়ে ফোন কেড়ে পালায়। অভিযুক্তরা ভিকটিমের ২৫,০০০ টাকা মূল্যের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। অভিযোগকারী তাঁর ফোন ফেরত পাওয়ার জন্য জোর করলে অভিযুক্তরা তাকে ঘুষি মেরে আহত করে রাস্তায় ফেলে দেয়। পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অপরাধের বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ করলে ডাকাতরা ভয়ানক পরিণতির হুমকি দেয়।

মধ্যপ্রদেশে ৩ সন্তান নিয়ে জলাধারে ঝাঁপ এক ব্যক্তির, মৃত ২ শিশু

খারগোন, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে তিন সন্তান নিয়ে জলাধারে ঝাঁপ দিলেন এক ব্যক্তি। দুজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে, সোমবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের খারগোন জেলায় পারিবারিক বিরোধের জেরে এক ব্যক্তি তিন সন্তানকে নিয়ে জলাধারের জলে ঝাঁপ দেয়। দুই শিশুর জলাধারের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তির বয়স ৪০ বছরের কাছাকাছি। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার জেলা সদর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে কুন্ডা নদীর তীরে অবস্থিত তোরান জলাধারে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খারগোন কোতোয়ালির ইনচার্জ বি এল মান্ডলোই জানিয়েছেন, শাহজাদ নামক এক ব্যক্তি রবিবার তাঁর ৪ ও ৭ বছর বয়সী দুই ছেলে ও ৮ বছরের মেয়েকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

ছটপুজো দিয়ে ফেরার পথে ঝামেলা ! লখিসরাইয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন দুই ভাই, আহত আরও ৪

লখিসরাই, ২০ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের লখিসরাই জেলায় "ভালবাসার সম্পর্ক" নিয়ে ঝামেলার জেরে খুন হলেন একই পরিবারের দু"জন সদস্য। এই ঘটনায় আরও ৪ জন আহত হয়েছেন। সকলেই একই পরিবারের সদস্য। গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্তের নাম-আশীষ চৌধুরী। ঘটনার পর থেকেই সে পলাতক। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে লখিসরাই জেলার কাবাইয়া থানার অন্তর্গত পাঞ্জাবি মহল্লায়। লখিসরাইয়ের পুলিশ সুপার পঙ্কজ কুমার জানিয়েছেন, ছট ঘাট থেকে পুজো দিয়ে ফেরার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। আহতদের মধ্যে ৩ জনকে বেগুসরাই সদর হাসপাতাল থেকে পাটনায় রেফার করা হয়েছে। বিষয়টি একটি প্রেমের সম্পর্কের।

জগদ্ধাত্রী পূজা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে পালিত হয় জগদ্ধাত্রী উৎসব। জনশ্রুতি এই যে, ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর নদীয়াবাসী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০ - ১৭৮৩) জগদ্ধাত্রী পূজোর প্রবর্তক হিসেবে সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত। আসলে ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জগদ্ধাত্রী পূজোর সার্বজনীন প্রথার প্রবর্তক ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ছিলেন শাক্ত। তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন তৎকালীন দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধককবি রামপ্রসাদ সেন ও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতামহ রুদ্র রায় ১৬০৩ সালে তাঁর নিজ গৃহে প্রবর্তন করেছিলেন রাজ রাজেশ্বরী দেবীর পুজো অর্থাৎ দূর্গা পুজো। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতা রঘু রায় একবার ইংরেজ সরকার কর্তৃক কারাগারে বন্দী হওয়ায় তিনি পারিবারিক কুলদেবী রাজেশ্বরী দেবীর পূজায় অংশ গ্রহণে বঞ্চিত থাকায় মনের ক্ষোভ মিটিয়েছিলেন জগদ্ধাত্রী পুজো করে। অর্থাৎ এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট প্রমানিত যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতার আমল থেকেই কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন ছিল। এমনকি ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জেমস অগাস্ট হিকি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত বেঙ্গল গ্যাজেট-এ তৎকালীন জগদ্ধাত্রী পুজো সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায়নি। তার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত জগদ্ধাত্রী পুজো পারিবারিক অনুষ্ঠান হিসেবেই পালিত হতো। যদিও জগদ্ধাত্রী পুজো সার্বজনীন হয়ে ওঠার ব্যাপারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অবদান অনস্বীকার্য একথা স্বীকার করতেই হয়।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে তৎকালীন বাংলার নবাব মীর কাশিম প্রাণদন্ডের আদেশ দেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় ছিলেন বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সদস্যদের অন্যতম। তিনি রবার্ট ক্লাইভের পরম বিশ্বস্ত ও প্রিয় পাত্র ছিলেন, সেই কারণে ইংরেজ সরকার তাঁর প্রাণদন্ড রদ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয় রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে উপহার স্বরূপ পাঁচটি কামান দিয়েছিল এবং ইংরেজ সরকার তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তদুপরি কৃষ্ণনগরের জমিদারীও প্রদান করেছিল।

জনশ্রুতি এই যে -কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর দেয় কর বারো লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারার জন্যে তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ (১০/৫/১৬৭১ — ১০/৪/১৭৫৬) কর্তৃক একদিন মধ্যরাত্রিতে ধৃত হন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করেন। ঘটনাটা সত্যি, কিন্তু কারাগার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় যেদিন জলাঙ্গি নদীবক্ষে বজরায় চেপে বাড়ি অভিমুখে ফিরছিলেন সেই দিনটি ছিল বিজয়া দশমী। অর্থাৎ দূর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন। সেই বছর তিনি তাঁর পিতামহ রুদ্র রায় কর্তৃক ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তীত বাড়ির কুলদেবী মা রাজ রাজেশ্বরী দেবীর পূজো থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মানসিক দিক থেকে তিনি খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন। বজরায় শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তাঁকে স্বপ্নে স্বয়ং মা দেবী দূর্গা জগদ্ধাত্রী পূজো করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বপ্নে দেখা মায়ের প্রতিমা অনুযায়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহা আড়ম্বর সহকারে সার্বজনীন শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজোর প্রবর্তন করেছিলেন।

এই ঘটনার কথা সকলেই জানেন এবং কায়-মন-বাক্যে বিশ্বাসও করেন। যদিও কথাটা একেবারে মিথ্যে। অনেকটা সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রাতের অন্ধকারে দামোদর নদী সাঁতরে পার হওয়ার মতো আষাঢ়ে গল্প। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলের অনেক আগে থেকেই পারিবারিক পুজো হিসেবে পালিত হতো জগদ্ধাত্রী পুজো। আসল কথা - পারিবারিক জগদ্ধাত্রী পুজোকে সার্বজনীন পুজোয় পরিবর্তীত করার ব্যাপারে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। একদা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীবক্ষে বজরায় চেপে বাড়ি ফিরছিলেন কিন্তু ঝড়-জল দুর্যোগের কারণে কৃষ্ণনগরে ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পেরে চন্দননগর স্তিত নীচুপট্টি নামক ঘাটেই তিনি নবমীর দিন জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। চন্দননগরে অনুষ্ঠিত এই পুজোকে মায়ের ইচ্ছে মনে করে সেই থেকে তিনি চন্দননগরেও সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রবর্তন করেন।

অনেকের ধারণা যে, কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী পুজোর দ্বারা তাঁর চন্দননগরবাসী বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি চন্দননগরে প্রথম প্রচার করেন শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো। কথাটা সত্যি নয় কারণ চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হয় আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আর কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়েছিল ১৭৬২। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর তুলনায় অন্তত দ্বাদশ বর্ষীয় প্রাচীন। জমিদারী কার্য নির্বাহের অছিলায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মাঝেমধ্যে তাঁর বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে টাকা ধার চাইতে আসতেন, সেই সময় থেকেই চন্দননগরে পারিবারিক জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন ছিল। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মারা গিয়েছিলেন ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। সুতরাং কোন মতেই ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দ্বারা সম্ভব নয় চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচার করা।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ধুমধামের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হলেও এই পুজো সংক্রান্ত ব্যাপারে কৃষ্ণনগর আর চন্দননগরের খ্যাতি জগৎ বিখ্যাত এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মহামায়া আদ্যাশক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনা করা ভারতাত্মার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট। ইতিহাস তার একমাত্র সাক্ষী। ভারতে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাভাবনায় মাতৃপূজা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, যা অন্য কোন দেশে বিরল। এই ধারা বহু প্রাচীন। বলা যায় মানব সভ্যতার আদিম যুগ থেকে। তন্ত্রমতে আমরা মহামায়া আদ্যাশক্তির দশটি বিভিন্ন রূপের পরিচয় পাই। জগদ্ধাত্রীর রূপ কিন্তু তার মধ্যে পড়ে না। তাঁর রূপ স্বতন্ত্র। তিনি তন্ত্রের দেবী। অশুভ শক্তি বিনাশের জন্যই শুভ শক্তির আবির্ভাব হয় অর্থাৎ 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত তদা তদাহি অভ্যূত্থানমধর্মস্য তদাত্মাং সৃজম্যহম। এই সংগ্রাম চিরকালের। মা দূর্গার মতো মা জগদ্ধাত্রীও দেবতাদের সাহায্যার্থে ধরাতলে অবতীর্না হয়েছিলেন। দেবী দূর্গা যেমন মহিষাসুরমর্দিনী নামে খ্যাত, মা জগদ্ধাত্রীও সেই রকম করীন্দ্রাসুরনিসুদিনী নামে খ্যাত। মহিষাসুর যেমন রণক্ষেত্রে মহিষের আকার ধারণ করে দেবী দূর্গাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেই রকম করীন্দ্রাসুরও হস্তির রূপ ধারণ করে দেবী জগদ্ধাত্রীকে ছল করার চেষ্টা করেছিল। মহিষাসুরকে বধ করার পর দেবী দূর্গা রূপান্তরিত হন দেবী জগদ্ধাত্রীতে। মহিষাসুরের করীন্দ্ররূপই সর্বশেষ ছদ্মবেশ। করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন বলেই দেবী জগদ্ধাত্রীর আর এক নাম করীন্দ্রাসুরনিসুদিনী।

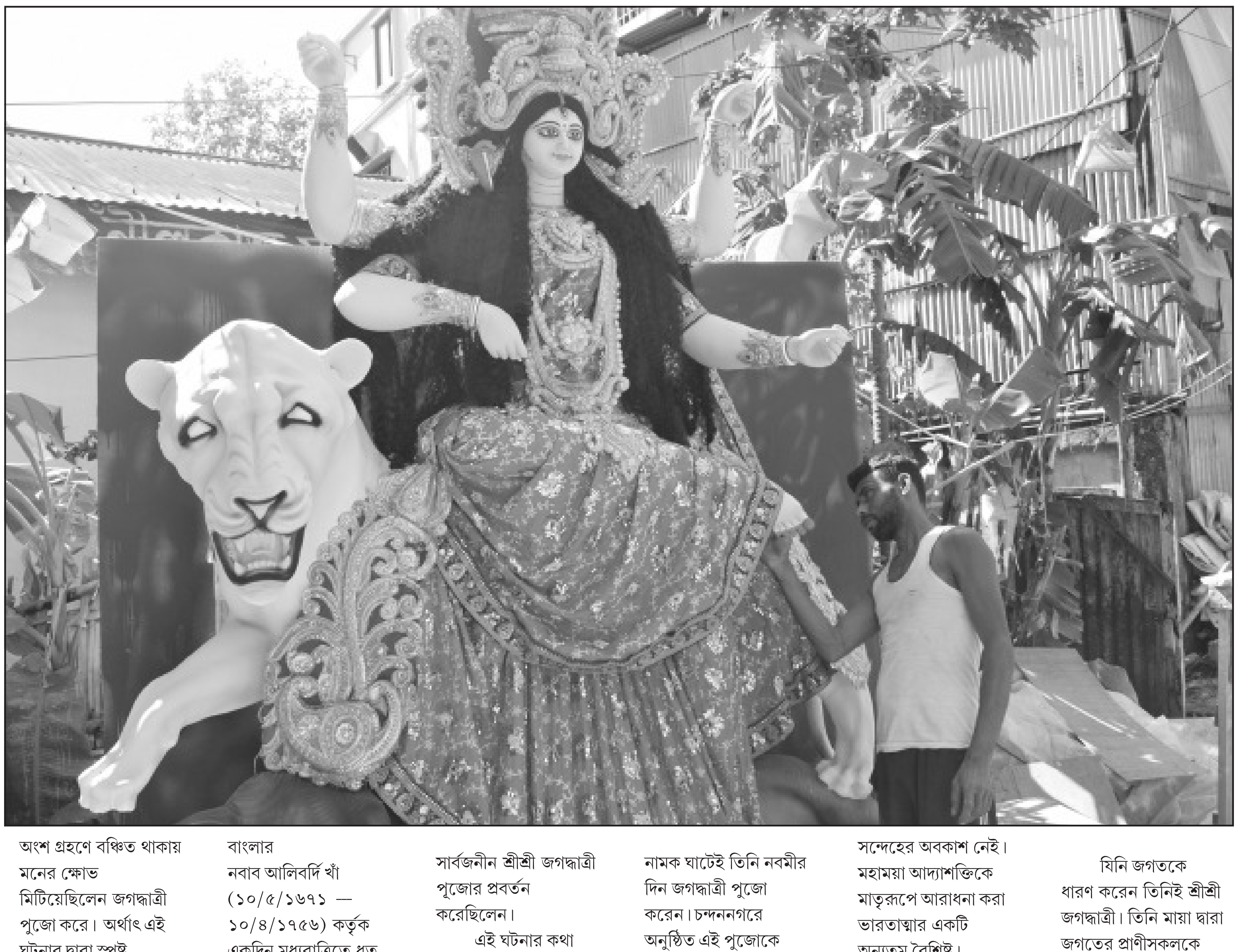

যিনি জগতকে ধারণ করেন তিনিই শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী। তিনি মায়া দ্বারা জগতের প্রাণীসকলকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। যেমন সূর্যের আকর্ষণ শক্তির কারণে সৌরজগতের গ্রহেরা সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমা করে চলেছে। দেবী দূর্গা এবং শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী উভয়ই একই আদ্যাশক্তির দুই ভিন্ন রূপ। তফাৎ শুধু পূজা পদ্ধতিতে। দশভূজা শ্রীশ্রী দূর্গা পূজা শেষ হয় পাঁচদিনে আর চতুর্ভূজা শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা শেষ হয় এক দিনে। (৮১৯)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার দুর্গাবাড়িতে কাত্যায়নি পূজার নবমি পূজা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

এসএসসিতে নিয়োগ দুর্নীতির মামলা শুনবেন না বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : আদালতের পুজো অবকাশ শেষ হওয়ার পর সোমবারই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে শুনানি হওয়ার কথা ছিল এসএসসি সংক্রান্ত মামলাগুলির। কিন্তু এজলাসে বসার পরেই বিচারপতি জানিয়ে দেন, এসএসসি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা তিনি আপাতত শুনছেন না।

এর পরেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট মামলাগুলির শুনানির তালিকা থেকে এসএসসি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা সরিয়ে দেন তিনি। কেন এই সিদ্ধান্ত, তার কারণ জানিয়েছেন বিচারপতি নিজেই। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই মামলাগুলিকে তালিকা থেকে সরানো হল।

গত ৯ নভেম্বর এসএসসি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি-র সমস্ত মামলা ফেরত পাঠিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। এর মধ্যে একটি মামলা হয়েছিল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি বাতিলের একটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে। এ ছাড়াও স্কুল সার্ভিস কমিশন(এসএসসি)-এর একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষকের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের পাশাপাশি, ওএমআর শিট প্রকাশ-সহ নানা বিষয় নিয়ে মামলা করা হয়েছিল।

যদিও বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলা তিনি না শুনলেও প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি তাঁর এজলাসে হবে। আগামী ২৯ নভেম্বর প্রাথমিক মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সন্দীপ প্রসাদ নামে এক চাকরি প্রার্থীর এসএসসি গ্রুপ ডি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় ২০২১সালের নভেম্বর মাসে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই মুহূর্ত থেকে সেই মামলা আর শুনতে পারবেন না বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, এমনটাই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

সাবিনা ইয়াসমিন নামে আর এক চাকরিপ্রার্থীর দায়ের করা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মামলাও আর শুনতে পারবেন না তিনি।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন অনিন্দিতা বেরার দায়ের করা নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগ দুর্নীতির মামলায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই মামলাটিও বিচারপতি দেবংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে চলে গেল।

২৯ নভেম্বর ধর্মতলা চত্বরে জনসভার অনুমতি দিল হাই কোর্ট

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : "স্বাধীন দেশে মানুষ যেখানে মন চায় যাবে, কোনও কারণ ছাড়াই পর পর দু'বার সভার অনুমতি বাতিলের কারণ কী?'' এই ভাষাতেই সোমবার দুপুরে কলকাতা পুলিশের খাছে প্রশ্ন রাখল কলকাতা হাই কোর্ট।

তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সভাস্থলে অমিত শাহকে নিয়ে সভা করতে চেয়েছিল বিজেপি।

তাঁদের আর্জি ছিল, ধর্মতলায় সিইএসসির অফিস ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই সভা করতে চায় তারা। সেখানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহেরও। কিন্তু এই সভার জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করা হলে তারা অনুমতি দেয়নি।

কোনও কারণ না জানিয়েই দু'বার বিজেপির আবেদন খারিজ করেছে তারা। এ বিষয়েই কলকাতা হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে মামলা করেছিল বিজেপি। সোমবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে। বিচারপতি জানিয়ে দেন, বিজেপি ওই জায়গায় সভা করতে পারবে। তবে একইসঙ্গে বিচারপতি মান্থা বলে দেন, বিজেপিকে সভার অনুমতি দিতে হবে পুলিশকেই। পুলিশের কোনও শর্ত থাকলে পরবর্তী শুনানিতে তা তারা আদালতে জানাতে পারবে।

সোমবার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, "অনুমোদন বাতিলের দু'টি চিঠি দিয়েছে পুলিশ। অথচ একটিতেও আপত্তির কারণ লেখা নেই। খুব বিস্মিত হচ্ছি পুলিশের এমন জবাব দেখে। কী শর্ত দেবে সেটা পুলিশ ঠিক করুক। কিন্তু অনুমতি দিতে হবে পুলিশকেই।"

কংগ্রেস যেখানেই ক্ষমতায় থাকে, তাঁরা শুধুমাত্র দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিকে প্রাধান্য দেয় : প্রধানমন্ত্রী মোদী

পিলিবাঙ্গা (রাজস্থান), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস যেখানেই ক্ষমতায় থাকে, তাঁরা শুধুমাত্র দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিকেই প্রাধান্য দেয়। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার রাজস্থানের পিলিবাঙ্গায় এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস কখনই আপনাদের (জনগণ) প্রয়োজন নিয়ে চিন্তিত নয়। এখন কংগ্রেসও রাজস্থানে মাদক চোরাকারবারীদের উৎসাহ প্রদান করছে।' মোদীর কথায়, 'একদিকে আপনাদের সেবকের সেবার মনোভাব, অন্যদিকে রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের লুটপাট ব্যবস্থা। রাজস্থানের কৃষক, কর্মচারী এবং ব্যবসায়ীরা সবাই সততার সঙ্গে কর দিয়েছেন। কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা পেয়েছেন জরাজীর্ণ রাস্তা-ঘাট, ড্রেন, বিদ্যুৎ-জলের অভাব, কোমর ভাঙা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, '২০১৪ সালের আগে সৎ করদাতাদের টাকা দুর্নীতিতে লুট করা হয়েছিল এবং দরিদ্র মধ্যবিত্তরা কিছুই পায়নি। রাজস্থানে গত ৫ বছরে যা ঘটেছে তার পুরো কাহিনী লাল ডায়েরিতে লেখা আছে। ডায়েরি লাল, শোষণ কালো।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'দরিদ্র কল্যাণ, জনকল্যাণ ও সবার মঙ্গল করার দেশে আমরা নতুন ঐতিহ্য গড়ে তুলেছি। দেশের করদাতা সততার সঙ্গে আয় করেন এবং তারপর সততার সঙ্গে কর দেন।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া বিশ্বকাপে সর্বত্র রাজত্ব ভারতের

আহমেদাবাদ, ২০ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে স্বাগতিক ভারত। শিরোপা হারলেও বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত রেকর্ডগুলোতে আধিপত্য ছিল ভারতেরই।

সর্বোচ্চ রান:
দুর্দান্ত বিশ্বকাপটা কাটল বিরাট কোহলির। ১১ ইনিংসে ছয়টি অর্ধশত রান এবং তিনটি সেঞ্চুরিতে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় শীর্ষ স্থানে তিনি। ১১ ম্যাচে ৯৫''র উপরে গড়ে রেকর্ড ৭৬৫ রান করায় টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও উঠেছে তার হাতে। টুর্নামেন্টের এক আসরে এটিই সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। ২০০৩ বিশ্বকাপে ৬৭৩ রান করেছিলেন শচীন টেন্ডুলকার।

সর্বোচ্চ উইকেট:
বোলারদের শীর্ষ উইকেট শিকারিদের তালিকায়ও শীর্ষ স্থানটাও ভারতের। মাত্র ৭ ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে শীর্ষ উইকেট শিকারি হয়েছেন পেসার মোহাম্মদ শামি। শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন বুমরাহও (২০ উইকেট)।

সর্বোচ্চ ছক্কা:
বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা গেইলের ছক্কার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ছক্কা মারায় শীর্ষে উঠে গেছেন ভারতের অধিনায়ক। এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ছক্কা মেরেছেন রোহিত শর্মা। ১১ ম্যাচ খেলে ৩১টি ছক্কা এসেছে রোহিতের ব্যাট থেকে।

সর্বোচ্চ চার:
বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি চার-ও মেরেছেন বিরাট কোহলি। ৬৮টি চার মেরেছেন ভারতের এই সেন্সেশন ব্যাটসম্যান। তার থেকে দুইটি চার কম মেরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রোহিত শর্মা।

সর্বোচ্চ শতক:
ভারত বিশ্বকাপে ৪টি শতক করে তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ডি কক। তিনটি শতক নিয়ে যৌথভাবে দুইয়ে রয়েছেন বিরাট কোহলি এবং রাচিন রবীন্দ্র।

সর্বোচ্চ অর্ধশতক:
এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ অর্ধশতকের দিক দিয়েও এগিয়ে কোহলি। ১১ ইনিংসে ছ''বার পেয়েছেন অর্ধশতকের দেখা। ফিফটির দিকে তার ধারেকাছে কেউ নেই এবারের বিশ্বকাপে।

বিজেপি কর্মীদের ঘর থেকে বার করে মারধরের হুঁশিয়ারি উদয়নের

কোচবিহার, ২০ নভেম্বর (হি.স.): ফের আক্রমণাত্মক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তৃণমূলের কোনও কর্মীর গায়ে হাত পড়লে বিজেপি কর্মীদের ঘর থেকে বার করে মারধরের হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর। সোমবার কোচবিহারের দিনহাটা থেকে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর কথায়, 'আমাদের কোনও কর্মীর গায়ে হাত পড়লে আমরা কিন্তু চুপ করে বসে থাকব না। ঘর থেকে বার করে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হবে। স্পষ্টভাবে একথাটা জানিয়ে গেলাম।'

রাজ্যের একজন মন্ত্রী হিসেবে এভাবে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া যে উচিত নয়, তাও স্বীকার করে নিয়েছেন উদয়ন। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী হিসেবে এই ধরনের মন্তব্য করা হয়তো আইনের খেলাপ করা, তবু আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

১০০ দিনের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সোমবার কোচবিহারের দিনহাটায় বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল তৃণমূল। সেখান থেকেই বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উদয়ন। মিছিলে হাঁটা কর্মীদের সুরক্ষার স্বার্থেই তাঁর এই হুঁশিয়ারি বলেও দাবি মন্ত্রীর।

রাজৌরিতে সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতির আশঙ্কায় তল্লাশি অভিযান শুরু নিরাপত্তা বাহিনীর

রাজৌরি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতির আশঙ্কায় সোমবার তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এদিন একজন সামরিক আধিকারিক জানিয়েছেন, জঙ্গিদের সন্দেহজনক কার্য়কলাপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পরে, নিরাপত্তা বাহিনী সোমবার রাজৌরি জেলায় অনুসন্ধান অভিযান শুরু করে।

সামরিক আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজৌরির সালোকি বনাঞ্চলে জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়া গেছে। তারপরই নিরাপত্তা বাহিনী এই অভিযান শুরু করেছে। তল্লাশি অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় প্রবেশ ও বের হওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে বাহিনী। এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলার, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারে পৌঁছেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দামও ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলারে পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার রাজধানী দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোল ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা, ডিজেল প্রতি লিটারে ৯৪.২৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্রেন্ট ক্রুড সপ্তাহের প্রথম দিনে ০.৫৫ ডলার বা ০.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮১.১৬ ডলারে রয়ছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.৫৬ ডলার বা ০.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৬.৪৫ ডলারে লেনদেন করছে।

দেশের মধ্যে দুর্নীতিতে শীর্ষে কেসিআর : অমিত শাহ

জনগাঁও (তেলেঙ্গানা), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : দেশের মধ্যে দুর্নীতিতে শীর্ষে কেসিআর। তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। সোমবার তেলেঙ্গানার জনগাঁও-এ এক নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, 'কেসিআর, ওয়াইসি এবং কংগ্রেসের মতো দলগুলি পারিবারিক দল। এগুলো হল ২জি, ৩জি, ৪জি পার্টি। এই দলগুলি পরিচালিত হয় একই পরিবারের ২-প্রজন্ম, ৩-প্রজন্ম এবং ৪-প্রজন্মের দ্বারা!' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'বিজেপি তেলেঙ্গানার জনগণের দল! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। নতুন সংসদ এবং কর্তব্য পথের মাধ্যমে মোদীজি ঔপনিবেশিক শাসকদের ঐতিহ্যকে ছেড়ে দিয়েছেন।'

অমিত শাহ বলেছেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন অনগ্রসর শ্রেণী থেকে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী দিনেও আমরা কোটা দিয়ে মাদিগা জাতিকে ন্যায়বিচার দেব। বিজেপি দুর্নীতিবাজদের জেলে পাঠাবে। কেসিআর এবং তাঁর লোকেরা পাসপোর্ট কেলেঙ্কারি, মিয়াপুর জমি কেলেঙ্কারি, আউটার রিং-রোড কেলেঙ্কারি, গ্রানাইট কেলেঙ্কারির মতো একাধিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কৃষকদের বোঝা কমিয়ে, তেলেঙ্গানার বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার জন্য প্রিমিয়াম দেবে। তেলেঙ্গানার মহিলাদের প্রতি বছর বিজেপির পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ৪টি গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে।'

বিজেপিকে ফের নিশানা সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ২০ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপিকে ফের নিশানা করলেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। এবার বিজেপির বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ আনলেন তিনি। সোমবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'সমগ্র বিজেপি পরিবারতন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে... রাজনীতি থেকে ক্রিকেট, সর্বত্রই পরিবার। সেটা সিন্ধিয়া পরিবার হোক অথবা শিন্দে পরিবার, মহারাষ্ট্রের ভিখে পাটিল পরিবার অথবা অনুরাগ ঠাকুরের পরিবার, আমি আর কত নাম বলব?... অনুরাগ ঠাকুরের ভাই আইপিএলের চেয়ারম্যান।'

অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট দিল স্বস্তি, দক্ষতা উন্নয়ন মামলায় জামিন পেলেন চন্দ্রবাবু নাইডু

অমরাবতী, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। সোমবার চন্দ্রবাবু নাইডুকে জামিন প্রদান করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট। দক্ষতা উন্নয়ন মামলায় এদিন জামিন পেয়েছেন এন চন্দ্রবাবু নাইডু। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৩১ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও টিডিপি (তেলুগু দেশম পার্টি) প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডুকে ৪ সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেছিল অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিনেই ছিলেন। দক্ষতা উন্নয়ন দুর্নীতি মামলায় গত ৯ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু। ইতিমধ্যেই অনেকটাই ওজন কমেছে চন্দ্রবাবুর, এমনটাই দাবি করেছে তাঁর পরিবার। অন্তর্বর্তী জামিনের পর এবার নিয়মিত জামিন পেয়ে গেলেন এন চন্দ্রবাবু নাইডু।

ধর্ম, বর্ণের নামে যারা ভোট চান তারা কাজের ভিত্তিতে চাওয়ার অবস্থায় নেই : প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা

জয়পুর, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : ধর্ম, বর্ণের নামে যারা ভোট চান তারা কাজের ভিত্তিতে ভোট চাওয়ার অবস্থায় নেই বলে সোমবার মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা। এদিন তিনি রাজস্থানের আজমেরের কেকড়িতে একটি জনসমাবেশে ভাষণে একথা বলেন।

বিজেপিকে আক্রমণ করে, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা সোমবার বলেন, যারা ধর্ম বা বর্ণের নামে ভোট চান তারা তাদের কাজের ভিত্তিতে ভোট চাওয়ার অবস্থায় নেই। ভাষণে তিনি বিভিন্ন দলের কাজের মূল্যায়ন করে ভোট দিতে সকলকে অনুরোধ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজস্থানে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ এবং বিজেপি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। প্রিয়াঙ্কা ভডরা আরও বলেন, যদি কেউ ধর্ম বা বর্ণের নামে ভোট চান, তার মানে তিনি কাজের ভিত্তিতে ভোট চাইতে পারবেন না। রাজস্থানে, কংগ্রেসের সমস্ত নেতা ও কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছে, যেখানে বিজেপি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়েছে। বিজেপি রাজ্যে তাদের নেতাদের সরিয়ে দিয়েছে এবং নতুন কাউকে খুঁজছে। প্রিয়াঙ্কা জানান, বিজেপির নীতি হল বড় শিল্পপতিদের উপকার করা এবং এরা গরীব এবং মধ্যবিত্তের কথা চিন্তা করে না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস সরকারের শুরু করা সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ করে দেবে বলেও এদিন তিনি মন্তব্য করেন।

পাঁচটি নির্বাচনী রাজ্যে ১,৭৬০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদক, নগদ, মদ বাজেয়াপ্ত : নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : পাঁচটি নির্বাচনী রাজ্যে ১,৭৬০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদক, নগদ, মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সোমবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

পাঁচটি নির্বাচনী রাজ্যে ভোটারদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে ১,৭৬০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ওষুধ, নগদ, মদ এবং মূল্যবান ধাতু মজুত করা হয়েছিল।

যেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সোমবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। বিনামূল্যে এই জিনিষপত্রগুলি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

কমিশন জানিয়েছে, আগের বিধানসভা নির্বাচনে অর্থাৎ ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর এই রাজ্যগুলিতে যেসব জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবারে তার পরিমাণ সাত গুণের (২৩৯.১৫ কোটি টাকা) বেশি।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানায় যথাক্রমে ২৫ এবং ৩০ নভেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

যেখানেই পদ্ম সেখানেই উন্নয়ন, মোদীজির নেতৃত্বে ভারত ক্রমাগত উন্নতি করছে : জে পি নাড্ডা

রাজসমন্দ, ২০ নভেম্বর (হি.স.): যেখানেই পদ্ম সেখানেই উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত ক্রমাগত উন্নতি করছে। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

সোমবার রাজস্থানের রাজসমন্দে বিজেপির বিজয় সংকল্প যাত্রায় নাড্ডা বলেছেন, 'ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে। এই দীপাবলিতে স্বচ্ছ লেনদেনের মাধ্যমে সোনা কেনা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ভারত এখন ৯৭ শতাংশ মোবাইল তৈরি করছে। আমরা এখন বিশ্বকে ১৩৮ শতাংশ ওষুধ দিচ্ছি। এটাই ভারত এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।'

নাড্ডা বলেছেন, 'রাজস্থানে অশোক গেহলট সরকারের আমলে, রাম নবমী যাত্রা বন্ধ করা হয়েছিল, কানওয়ার যাত্রাও বন্ধ করা হয়েছিল, ৩০০ বছরের পুরনো মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে, ১৮ জনেরও বেশি সাধুকে হত্যা করা হয়েছে, মন্দিরের অপমান করা হয়েছে।

এখন ১৫ নভেম্বর তাদের সরকারকে পতন করা উচিত।'

জয়নগরে ত্রাণ নিয়ে যেতে "পুলিশি বাধা", আদালতের দ্বারস্থ সিপিএম

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : জয়নগরে ত্রাণ নিয়ে যেতে পুলিশি বাধার অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হল সিপিএম। সোমবার এই ! নিয়ে বিচারপতির রাজাশেখর মান্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা দায়েরের অনুমতি দিল আদালত। অপরদিকে, বাম-কংগ্রেস, নৌশাদ সিদ্দিকির পর এবার 'আমরা আক্রান্ত'কেও জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রামে যেতে বাধা দেয় পুলিশ। এদিন অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রর নেতৃত্বে গ্রামে যায় নাগরিক সংগঠন 'আমরা আক্রান্ত'। দলুয়াখাকি গ্রামে ঢোকার মুখে মনসাতলা এলাকায় তাঁদের আটকায় পুলিশ। এর আগে আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকিকেও যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত সোমবার জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল গোটা গ্রাম। রীতিমতো পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন এলাকাবাসী। এরপর ওই গ্রামে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছন সিপিএম প্রতিনিধি দল। সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা ত্রাণ নিয়ে যেতে চাইলে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। ফলে রাস্তাতেই ত্রাণ রেখে চলে যেতে হয়। পুলিশি বাধার মুখে পড়েন সিপিএম নেতা সহ মহিলা সংগঠন। গ্রামে ঢোকার মুখে তাঁদের আটকে দেয় বারুইপুরের এসডিপিও-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মুহূর্তেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত পুলিশি বাধার মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হন সায়নরা।

জুয়া খেলা ও দায়িত্বে গাফিলতির জন্য বরখাস্ত উত্তর প্রদেশের ৪ জন পুলিশ সদস্য

মুজফফরনগর, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর প্রদেশে জুয়া খেলার অভিযোগ সহ দায়িত্বে গাফিলতির কারণে ৪ জন পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করেছে পুলিশ। জুয়া খেলার অভিযোগ এবং দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগে বুরহানা থানার এসএইচও সহ চার পুলিশ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সোমবার একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন। সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) সঞ্জীব সুমন জানিয়েছেন, শনিবার পুলিশ অভিযোগ পেয়েছিল যে কিছু ব্যক্তি জুয়া খেলছে। এরপরেই বুরহানা থানার এসএইচও ব্রিজেশ শর্মা, পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ গজেন্দ্র সিং, সাব-ইন্সপেক্টর নিরঙ্কর দেব শর্মা এবং হেড কনস্টেবল মনু রানাকে সাসপেন্ড করা হয়। এসএসপি আরও জানিয়েছেন, দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগে পুলিশ সদস্যদের বরখাস্ত করা হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিষয় হল, ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। মানুষের জীবনধারনের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ঠিক করতে হয়।

তবে রাতের খাবার থেকে একটু হিসাব করেই ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিশেষ করে যারা ওজন কমানোর লক্ষ্যে রয়েছেন। কারণ দিনের শেষে বেশিরভাগ সময়ই ভারি খাবার খাওয়া হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাকেঞ্জি বার্জেস এক্ষেত্রে বলেন, "শারীরিক অবস্থা আর পুষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে একেকজনের ক্যালরি গ্রহণে মাত্রা একেক রকম হয়।"

পপসুগার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কলোরাডোর এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "একজন বডিবিল্ডারের তুলনায় একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্যালরির গ্রহণের মাত্রা এক হবে না। তবে সাধারণভাবে একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে রাতের খাবার থেকে ৫০০ থেকে ৭০০ ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত।" এখন এই পরিমাণ ক্যালরির মাত্রা কীভাবে নির্ধারণ করা যায়?

বার্জেস বলেন, "ক্যালরি সব কিছু নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকবে।"

তিনি আরও বলেন, "যেহেতু রাতের খাবারটা একটু ভারি হয় সেহেতু সেখানে থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেইট, সবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি।"

উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সেটা হতে পারে চার আউন্স বা আধা কাপ মাছ, আধা কাপ লাল-চালের ভাত, দুই কাপ সবজি অল্প অলিভ অয়েলে রান্না করা। আর এখান থেকেই মিলে যাবে ৫০০ ক্যালরি।" আরও হতে পারে, আধা প্লেট সবজির সঙ্গে কোয়ার্টার মুরগির মাংস। সঙ্গে এক প্লেটের চারভাগের একভাগ শস্য-জাতীয় খাবার, সেটা হতে পারে ওটস।

"এভাবে ভারসাম্য বজার রেখে খেতে পারলে পেটও যেমন ভরা থাকবে অনেকক্ষণ তেমনি শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে। আবার অতিরিক্ত ক্যালরিও গ্রহণ করা হবে না।" বলেন বার্জেস।

তবে তিনি পরামর্শ দেন, যারা অতি স্থূল তাদের উচিত হবে পেশাদার পুষ্টিবিদের সঙ্গে আলাপ করে খাবারের তালিকা তৈরি করা। কারণ পুষ্টিবিদরা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা একজনের জীবনযাপনের ধরন ও সারাদিন কী খাবার খাচ্ছে কতটুকু পুষ্টি দরকার সব হিসাব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

আর মনে রাখতে হবে, যারা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত নয় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে বোকামী। বার্জেসের কথায়, "ডায়েট' করার ক্ষেত্রে আশপাশে মানুষজন অনেক কথাই বলবে। অনেকে নিজে কোনটা করে উপকার পেয়েছে সেটাও অনুসরণ করতে বলবে। তবে মনে রাখতে হবে একমাত্র পেশাদার পুষ্টিবিদরাই এই ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। আর অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে খাওয়া শুরু করলে দিন শেষে দুর্বল লাগার পাশাপাশি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।"

ডমের সাদা অংশ খাওয়ার প্রতিক্রিয়া

বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্যকর চর্বি খাওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। সামুদ্রিক মাছ, বাদাম, এমনকি ডিমের কুসুম ভালো চর্বি সমৃদ্ধ। এসব খাবার পেট ভরা রাখে এবং পরে অতিরিক্ত খাওয়ার পরিমাণ কমায়।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, বর্তমানে পুষ্টিবিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কারণ এগুলো পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ- আধা কাপ পূর্ণ চর্বিযুক্ত দই এবং সঙ্গে বেরি বা বাদাম খাওয়া, আধা কাপ চর্বিহীন দই খাওয়ার চেয়ে ভালো। কারণ চর্বিহীন দই দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে না। ফলে বাড়তি শর্করা যোগ করার অনুভূতি জাগায়।

ডিমের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই। ডিমের কেবল সাদা অংশ খেলে ডিমের কুসুমে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি, ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং ভিটামিন বি'য়ের ছয়টি প্রকার বাদ পড়ে যায়।

ডিমের কুসুম প্রয়োজনীয় পুষ্টি 'কোলিন' সমৃদ্ধ যা প্রাকৃতিকভাবেই বিভিন্ন খাবার যেমন- মুরগি, মাছ, আলু ও ভাতেও পাওয়া যায়। গরুর কলিজার পরে, একটা সিদ্ধ ডিম পুষ্টির দ্বিতীয় ভালো উৎস। এছাড়াও ডিমের কুসুম খনিজ, লৌহ ও জিঙ্কের ভালো উৎস।

বাড়তি কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকায় অনেকেই ডিমের কুসুম এড়িয়ে চলেন। 'ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'য়ের তথ্যানুসারে, একটা বড় ডিমের কুসুমে ১৮৭ মি.লি. গ্রাম বা দৈনিক চাহিদার ৬২ শতাংশ কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। 'দি সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক'য়ের 'ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল, অকুপেশনাল অ্যান্ড গিওস্পেইশল' বিভাগের করা গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, খাবারে থাকা কোলেস্টেরল ও রক্তের কোলেস্টেরলের মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'য়ের দেওয়া তথ্যানুসারে, ভারি স্যাচুরিইটেড ফ্যাট বা চর্বি-সমৃদ্ধ খাবার যেমন- আইসক্রিম, লাল মাংস এবং মাখন-জাতীয় পেস্ট্রি ইত্যাদি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, যা উদ্বেগের কারণ।

মাতৃত্বকালীন মানসিক সমস্যা

সন্তান জন্মদান আনন্দের হলেও এই সময় মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার নানান পরিবর্তন ঘটে।

মাতৃত্বকালীন ব্যাধিগুলো বিশেষ করে নতুন মায়েদের মধ্যে বেশি দেখা দেয়। এর ফলে উদ্বেগ, বিষণতা ও হতাশাও দেখা দিতে পারে।

শিশুচিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক সেবামূলক ওয়েবসাইট 'প্যারেন্টস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

প্রসবোত্তর বিষণতা

'পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন' বা পিপিডি অর্থাৎ গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পরে হতাশায় ভোগা একটা মানসিক ব্যাধি। এটা নিরাময়যোগ্য। তাই এর লক্ষণগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

* মৃদু দুঃখীভাব * মনোযোগে অসুবিধা * জীবনে সাধারণ আনন্দ উপভোগ না করা * সন্তানের সঙ্গে বন্ধন স্থাপনে অক্ষমতা।

যাদের অতীতে বিষণতার সমস্যা থাকে তাদের প্রসবোত্তর হতাশার প্রবণতা বেশি। প্রসবের পরে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন হ্রাসের কারণে পিপিডি দেখা দিতে পারে।

ডিস্থাইমিয়া বা অবিরাম হতাশা

এক রকমের মানসিক ব্যাধি যা কমপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা 'পার্সিস্টেন্ট ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার' হিসেবেও পরিচিত।

এই লক্ষণগুলোর মধ্যে দৈনন্দিন কাজের অনিহা, হতাশা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। যে সকল নারীর আগেই 'ডিস্থাইমিয়া' ছিল এই সময় তাদের এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থা এবং প্রসবোত্তর সাধারণ উদ্বেগ

গর্ভাবস্থা মানসিক চাপ বাড়ায়। এই সময় উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তা ভোগা স্বাভাবিক বিষয়।

তবে এই সমস্যা গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী হলে বুঝতে হবে তা 'প্রেগন্যান্সি অ্যান্ড পোস্টপার্টাম জেনারেল অ্যাংজাইটি'তে রূপ নিয়েছে।

এই সমস্যা দেখা দিলে অস্থিরভাব দেখা দেয়, হৃদস্পন্দন বাড়ে, অনিদ্রা ও চরম দুঃশ্চিন্তা দেখা দেয়।

এমন লক্ষণ দেখা দিলে তা অবহেলা না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের পরে ওসিডি

গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পরে ওসিডি বা 'ম্যাটার্নাল অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার' (ওসিডি) তিন থেকে পাঁচ শতাংশ নারীর ওপর প্রভাব রাখে।

এদের মধ্যে অর্ধেক নারী নিজের শিশুর ক্ষতি সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন থাকেন।

কোনো কিছু বারবার করা বা খুঁতখুঁত করাকে 'ওসিডি' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কোনো বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করা, একটা কাজ বারবার করা এবং না চাইতেও বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আসা 'ওসিডি'র লক্ষণ।

'দি বেবি ব্লুজ'

'বেবি ব্লুজ' এমন একটা অনুভূতি যা মায়েদের মন খারাপ, মেজাজের ওঠা-নামা এমনকি কান্নাভাবের কারণ হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তান জন্মদানের পরে ৮০ শতাংশ নারীর মধ্যে 'বেবি ব্লুজ' দেখা দেয়।

যেহেতু এই লক্ষণগুলো হালকা এবং প্রায়ই দুএক দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তাই 'বেবি ব্লুজ' আনুষ্ঠানিকভাবে মাতৃত্বকালীন মানসিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় না।

তবে এই লক্ষণগুলো যদি দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় তাবে তা হতাশার কারণ হতে পারে। তখন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া যাবে না।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফেঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির "ফার্মেন্টেশন"র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায়!

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

মিষ্টি আলুর রোগ প্রতিরোধে নতুন দিগন্ত

দক্ষিণ কোরিয়ার চুংনাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষক হিসেবে গবেষণা করছেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী নারায়ণ চন্দ্র পাল। মিষ্টি আলুর ভাইরাস ও ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ে গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্রপ সায়েন্স'-এর সেরা বিজ্ঞানীর (পোস্টডক্টরাল ক্যাটাগরি) পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের কাজ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন এই গবেষক

মিষ্টি আলুর রোগ প্রতিরোধে নতুন দিগন্ত মিষ্টি আলু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে, সংরক্ষণে এবং পরিবহনে অনেক ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে ভাইরাস ও ছত্রাক রোগ অন্যতম। আমি মূলত গবেষণা করছি ভাইরাস রোগ কমিয়ে আনা আর ছত্রাক রোগের কারণ নির্ণয়ে। ছত্রাকের কারণে মিষ্টি আলু তিনটি প্রধান রোগে আক্রান্ত হয়। সেগুলো হলো গাছের ঢলে পড়া ও মিষ্টি আলুর পচন, নরম পচা রোগ এবং ব্লু মোল্ড। এ তিনটি রোগের কারণ তিনটি ছত্রাকের বিভিন্ন প্রজাতি। ছত্রাক জীবাণুগুলো হলো যথাক্রমে ফুসারিয়াম, রিজোপাস এবং পেনিসিলিয়াম আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায়, ফুসারিয়ামের চারটি প্রজাতি এবং এগুলোই মিষ্টি আলুর গাছের ঢলে পড়া এবং পচন রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের মলিক্যুলার ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষায় দেখা যায়, এর সঙ্গে আরও ২টি প্রজাতি জড়িত। মানে মোট ৬টি ফুসারিয়াম প্রজাতি এই রোগগুলো সৃষ্টি করে। এই রোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চারা অবস্থা থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো সময় রোগটি বা রোগগুলো হতে পারে। মিষ্টি আলু দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। সাধারণত উন্নত সংরক্ষণাগারে তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু মিষ্টি আলু সংরক্ষণের সময় রিজোপাসের দুটি প্রজাতি সাধারণত রোগ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একটি প্রজাতি দক্ষিণ কোরিয়ায় আগে দেখা গেছে। আমরা দেখতে পেয়েছি আরও একটি প্রজাতি পচা রোগের জন্য দায়ী। এই রোগটি বহু বছর আগে একবার যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গিয়েছিল। আবার মিষ্টি আলু সংরক্ষণে হিমাগারে পেনিসিলিয়ামের সংক্রমণ ঘটে। ফলে মিষ্টি আলুতে দেখা যায় ব্লু মোল্ড রোগ। এত দিন মনে করা হতো, এই রোগের জন্য পেনিসিলিয়ামের -কে দায়ী করা হতো। কিন্তু আমরা দেখেছি, পেনিসিলিয়ামের আরও একটি প্রজাতি এ রোগ সৃষ্টি করে। সেই প্রজাতিটির বিস্তারিত মলিকিউলার ও বাহ্যিক গঠন নিরূপণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। মিষ্টি আলুর আরও একটি রোগ আছে। সেটা নামে একধরনের জীবাণুর সংক্রমণে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় জীবাণুটির বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য ও যাবতীয় তথ্য গবেষণার মাধ্যমে বের করেছি আমরা। আমাদের গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক বিশ্বের বেশ কয়েকটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লিখিত চার ধরনের জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির এক বা একাধিক জিনের আংশিক সিকোয়েন্স করা হয়েছে আমাদের গবেষণায়। জিন সিকোয়েন্স ছাড়া আজকের দিনে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা হয় না। পৃথিবীখ্যাত জিনব্যাংক হলো এটি পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। আমরা ৬৯টি সিকোয়েন্স সেই জিনব্যাংকে জমা করেছি। এগুলো বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের পরবর্তী গবেষণা হচ্ছে কৃষকদের হাতে রোগমুক্ত স্টক তুলে দেওয়া। সেটা করতে পারলে সুস্থ মিষ্টি আলুগাছ পাওয়া যাবে। পরবর্তী ধাপে পরবর্তী বছরে হয়তো ভালো কোনো অগ্রগতি দেখতে পাব।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন "সি" ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

সোমবার আগরতলায় বিজেপি কর্মর্তাদের একদিনের এক ট্রেনিং কর্মশালা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতের পরাজয়ের বাংলাদেশের উল্লাস, সমাজমাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব কাপ ক্রিকেট ফাইনালে ভারতের পরাজয়ের পর বাংলাদেশের অনেকে দারুণ উল্লসিত। সমাজমাধ্যমে এই উল্লাস প্রকাশের একাধিক ভিডিও ভাসছে। এর প্রবল সমালোচনা করলেন অনেকে।

মনামী বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে প্রচুর কিশোর-যুবকের উদ্দাম উল্লাস। তার মাঝেই একজন বলছেন, ''অসাধারণ! অসাধারণ! অসাধারণ! সবচেয়ে অপছন্দ করি ইণ্ডিয়াকে। বিশেষ করে নিজেদের মাঠে এইভাবে হারতে হল ওদের। এর সেয়ে ভাল কিছু হইতে পারে না।'' অপর একজনের মুখে শোনা গেল, ''আমি বলুম ইণ্ডিয়া হারা মানেই আমাগো কাসে পৈশাচিক আনন্দ। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া জিতসে। কিন্তু আমাগো কাসে মনে হইতাসে বাংলাদেশ কাপ জিতসে। এ যে কী আনন্দ, বলে বোঝাতে পারুম না।''

ভিডিওতে অপর একজন বলেন, ''আমরা ভাই ইদ পালন করতাসি। ঠিক আসে?'' আর একজন বলেন, ''অস্ট্রেলিয়া জেতায় যতটা না খুশি হইসি, তার চেয়ে বেশিখুশি হইসি ইণ্ডিয়ার পরাজয়ে''। অপর একজনের মুখে শোনা গেল, ''ইণ্ডিয়া আমাদের গোনায় ধরেই না! কোয়ার্টার ফাইনালে আমাগো কারসুপি কইরা হারাইসে। এটা ঠিকই ইণ্ডিয়া আমাগো প্রতিবেশি দেশ। কাপটা এশিয়ায় থাকলে হয়ত ভাল হত। কিন্তু বাংলাদেশের এইটি পারসেন্ট লোক ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে।'' এরকম একের পর এক নানা উল্লাসের প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যয় সুর লিখেছেন, ''বাংলাদেশের ইতর সম্প্রদায়।''

হরেন্দ্রনাথ কোলে লিখেছেন, ''লজ্জার, ঘৃণার।'' মনামী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''এই নিকৃষ্টতম প্রাণীগুলোর কথা মাথায় রেখেই ম্যাচটা বিরাটদের জেতা উচিত ছিল।''

মলয় কুমার ঘোষ লিখেছেন, ''কিন্তু এই দেশে চিকিৎসার প্রয়োজনে আসে...! লজ্জার মাথা কেটে।''

কিংশুক চৌধুরী লিখেছেন, ''ওরা ওরকমই হয়। অনেকে আমেরিকা, ইওরোপে বসে কেমন করে ইস্রায়েল-বিরোধী কথা বলে দ্যাখ না।'' অনিমিত্র চক্রবর্তী লিখেছেন, ''এটাই তো প্রত্যাশিত। এই উল্লাসের প্রতিবাদে স্রেফ তিন দিন বর্ডার বন্ধ করুক ইন্ডিয়া। কোন মাল ওদিকে যাবে না। তারপর দেখা যাবে দম এদের বিনা দানাপানিতে।''

তিতাস বৈদ্য লিখেছেন, ''তো সেই সকল ৫৭ টা দেশের একটাও তো আসেনি মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন করতে!! আর চীন কি করতে পারে সেটা পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্রীলংকা কে দেখলে বোঝা যায়। বাংলাদেশকে সব কিছু বাইরে থেকে আনতে হলে দেউলিয়া হয়ে যাবে কোনও দিন। এখনই যা মূল্যবৃদ্ধি আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। ওইটুকু জায়গাতে এত মানুষ, জনঘনত্বে ভারতের থেকে বহুগুণ এগিয়ে।''

ধনঞ্জয় সামন্ত লিখেছেন, ''সালাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশ বানিয়ে আমরা ভুল করেছি !''

ঋত্বিক দাস লিখেছেন, ''নির্লজ্জ''। রেনেসাঁ চক্রবর্তী লিখেছেন, ''নোংরা, লজ্জা নেই, বেইমান!'' সুমিত ঘোষ লিখেছেন, ''চুলকুনি হলেও তো সেই ইন্ডিয়ান ভিসার লাইন এই দাঁড়াবে ট্রিটমেন্ট এর জন্য। ওদের নিয়ে সময় নষ্ট করার মানেই নেই।'' জয়ন্ত কর্মকার লিখেছেন, ''ভারত কেন সহযোগিতা করে এদের ?ভিসা তো এরাই পায় আমরা পাইনা!''

অপর একটি ভিডিওতেও বাংলাদেশের অনেকের জয়োল্লাশ। সেটি যুক্ত করে জয়ন্ত কর্মকার 'পাকিদের ফেলে যাওয়া অবৈধ মাল' এই শিরোনামে লিখেছেন, ''বাংলা ভাষায় কথা বলে খুশি নয় তবুও 'ভারত চোর' - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল উচ্চ শিক্ষার্থীর মনোভাব!

হয়তো ভারত সরকার এদেরকেই আইসিসিআর স্কলারশিপ দেবে আবার ভারতে ঘোরার জন্য ইয়ুথ কনক্লেভের ভিসা দেবে। আবার হয়তো এরাই পাঁচ বছরের টুরিস্ট ভিসা পাবে।

মেডিকেল পাবে।

এরকম ভারত বিরোধী না থাকলে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়!''

প্রতিক্রিয়ায় মল্লিকা মিত্র লিখেছেন, ''বাংলাদেশের জন্য ইন্ডিয়া ভিসা বন্ধ করে দিক, তখন ভুয়া না কি বের হয়ে যাবে।''

বেগুসরাই: পুলিশের গাফিলতিতে পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

বেগুসরাই, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : বেগুসরাইয়ে পুলিশের গাফিলতির কারণে ছট পুজা উপলক্ষে ভাগ্নের মুণ্ডন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবকের। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে এনএইচ-২৮-এর তেঘরা থানা এলাকার অযোধ্যা চকে।

মৃতের নাম শিবম কুমার, ভগবানপুর থানা এলাকার পাসোপুরের বাসিন্দা রামপুকার তাঁতির ছেলে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, শিবম একটি বেসরকারি হাসপাতালে কম্পাউন্ডারের কাজ করতেন। রবিবার গভীর রাতে তিনি মুন্ডন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মোটরসাইকেলে মোহাদ্দিনগর যাচ্ছিলেন। এসময় তেঘরা অযোধ্যা চকে একটি ট্রাক তাকে পিষে দেয়।

সোমবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা এই ঘটনার জন্য পুলিশকে দায়ী করেছে। এসপি বাছওয়াদা টোল প্লাজার কাছে ভারী যানবাহন থামানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরেও কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মুম্বইয়ে আত্মঘাতী পুলিশ কনস্টেবল, প্রেমিকার সঙ্গে ঝামেলার পরই চরম সিদ্ধান্ত !

ওয়ারলি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : মুম্বইয়ের ওরলিতে আত্মঘাতী হলেন এক পুলিশ কনস্টেবল। সোমবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের ওরলি এলাকায় বান্ধবীর সঙ্গে ঝামেলার পর ওই পুলিশ কনস্টেবল আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার রাত ১০ টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার আত্মহত্যা করার আগে কনস্টেবল নিজের গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থার একটা ছবি তাঁর বান্ধবীকে পাঠায়। মৃত পুলিশ কনস্টবলের নাম ইন্দ্রজিৎ সুলাক্ষে। তিনি মুম্বই পুলিশের আর্মা বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কনস্টেবলের গুরগাঁও এলাকার একজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ইন্দ্রজিৎ অন্য মহিলাদের সঙ্গেও ইন্টাগ্রামে কথা বলতেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল তাঁর প্রেমিকা। এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল বলে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে। কন্সটেবলের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজিবিএস নিয়ে বক্রোক্তি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের (বিজিবিএস) প্রাক্কালে প্রস্তাবিত সম্মেলন নিয়ে বক্রোক্তি করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমান করে বলেছেন,

'ছট পুজোর জন্য আমি ২দিনের ছুটি দিচ্ছি, দিল্লি তা দেয় না''! স্পষ্টতই পশ্চিমবঙ্গে বিহারিদের ভোট পাওয়ার চক্রান্ত। কিন্তু মনোভাবটা হল কাজ কম, ভোট বেশি! আর এখন তিনি শিল্পপতিদের রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানানোর করুণ প্রহসনের মাধ্যমে রাজ্যকে নিয়ে যাচ্ছেন! শিল্পপতিরা বাংলায় আসবেন, দুপুরের খাবার খাবেন-প্রণাম করবেন মুখ্যমন্ত্রী (যা টিএমসি শেয়ার করবেন) এবং বাড়ি ফিরবেন, এর বেশি কিছু নয়!''

ভারতের হার মানতে না পেরে আত্মঘাতী বাংলার যুবক

বাঁকুড়া, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : বাঁকুড়া জেলার বেলিড়াতোড়ের এক যুবক বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হারের ধাক্কা সহ্য করতে পারেননি। রবিবার রাতে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। আত্মঘাতী যুবকের নাম রাহুল লোহার (২৩)। পরিবারের দাবি, বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হারে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন রাহুল। সেই শোক সামলাতে না পেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের কোনও খেলা দেখা থেকে বিরত থাকতেন না রাহুল। তিনি শাড়ির দোকানে কাজ করতেন। রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে বেলিয়াতোড়ের সিনেমা হলের প্রোজেক্টারে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। ভারতের হার দেখে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাড়িও ফিরেছিলেন।

এর পর রাত ১১টা নাগাদ রাহুলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তাঁর ভাই। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে রাহুলকে বেলিড়াতোড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এর পর বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তেলেঙ্গানায় প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সমর্থন পাচ্ছে বিজেপি : জি কিশান রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : তেলেঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার এখন তুঙ্গে। জোরদার প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি, কংগ্রেস-সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলই। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তেলেঙ্গানা বিজেপির সভাপতি জি কিশান রেড্ডি জোর দিয়ে বললেন, তেলেঙ্গানায় প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সমর্থন পাচ্ছে বিজেপি।

সোমবার হায়দরাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জি কিশান রেড্ডি বলেছেন, বিআরএস দলের বিরুদ্ধে মানুষের নীরব বিপ্লব চলছে। মানুষ পরিবর্তন চাইছেন, জনগণ কেসিআর-এর বিদায় চাইছে। কংগ্রেস অথবা বিআরএস-কে পরিবারের সমর্থন সত্ত্বেও, বহু যুবক বিজেপিকে সমর্থন করছেন। কংগ্রেস যে গ্যারান্টি দিয়েছে তা শুধুমাত্র ভোটের জন্য এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য।' জি কিশান রেড্ডি আরও বলেছেন, 'আমরা হাইকোর্টের আদেশ কার্যকর করব এবং রাজ্যে ধর্ম ভিত্তিক সংরক্ষণ অপসারণ করব।''''

বকেয়া মজুরির দাবিতে পথ অবরোধে শামিল দেবপাড়া চা বাগানের কয়েক'শ শ্রমিক

বানারহাট, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাটে বকেয়া মজুরির না পেয়ে পথ অবরোধে শামিল হল দেবপাড়া চা বাগানের কয়েক'শ শ্রমিক। সোমবার সকালে চা বাগানে কাজে এসে জানতে পারেন, তাদের মজুরি দেওয়ার কথা থাকলে দেওয়া হবে না। আর এর পরই বেলা ৯ টা নাগাদ শিলিগুড়িগামী ১৭ নাম্বার জাতীয় সড়কে অবরোধ করেন বাগানের শতাধিক শ্রমিক।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার বকেয়া মজুরির দাবিতে বানারহাট থানার গেটের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন চা শ্রমিকরা। টানা চার ঘন্টা ধরে চলেছিল বিক্ষোভ। থানার পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও চা শ্রমিকদের মেলেনি বকেয়া মজুরি। নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও মজুরি না পাওয়ায় সোমবার পথ অবরোধে শামিল হন দেবপাড়া চাবাগানের শ্রমিকরা। শ্রমিকরা এদিন পথ অবরোধ করে চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বানারহাট থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনো মাত্রই অবরোধকারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। পুলিশ এসে কথা দেবপাড়া চা বাগানের মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বললেও মজুরি দেওয়ার বিষয়ে সদুত্তর মেলেনি। সদুত্তর না পেয়েই অবরোধ চালিয়ে যান বাগানের চা শ্রমিকরা। শ্রমিকরা জানান, বকেয়া মজুরি না মেলা পর্যন্ত পথ অবরোধ চালিয়ে যাবেন। খবর লেখা পর্যন্ত চলছে পথ অবরোধ। এদিনের অবরোধের ফলে ব্যস্ততম ১৭ নাম্বার জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সাঁওতালি ভাষাভাষীদের সর্বাগ্রে নিজেদের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে ও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে : রাষ্ট্রপতি

বারিপাড়া, ২০ নভেম্বর (হি.স.): সাঁওতালি ভাষাভাষীদের সর্বাগ্রে নিজেদের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে ও নিজেদের ভাষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে কাজ করতে হবে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি লেখকদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনধারা সম্পর্কে লেখার আহ্বান জানান, যাতে অন্যরা আদিবাসী সমাজের জীবন মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার ওডিশার ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপাড়ায় সর্বভারতীয় সাঁওতালি লেখক সমিতির ৩৬-তম বার্ষিক সম্মেলন এবং সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, সাঁওতালি ভাষাভাষীদের প্রথমে নিজেদের ভাষাকে ভালবাসতে হবে এবং সেই ভাষাকে জনপ্রিয় করার জন্য কাজ করতে হবে। তিনি সাঁওতালি ভাষার লেখকদের প্রশংসা করে বলেন, তাঁরা সাঁওতালি জনগণের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও পরম্পরা এবং তাঁদের ভাষা বজায় রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

জনগণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় এমন সরকারের প্রয়োজন রাজস্থানে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

পালি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): জনগণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় এমন সরকারের প্রয়োজন রাজস্থানে। রাজস্থানের পালিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার রাজস্থানের পালিতে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত কয়েকদিন ধরে আমি রাজস্থানের যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই একটাই কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি-আর তা হল, এবার আসছে বিজেপির সরকার। উন্নয়নের লক্ষ্যে এখন গোটা দেশ দিনরাত কাজ করছে। একবিংশ শতাব্দীতে ভারত যে উচ্চতায় পৌঁছবে তাতে রাজস্থান বিরাট ভূমিকা রাখবে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'রাজস্থানে এমন একটি সরকারের প্রয়োজন, যে সরকার রাজ্যের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। দুর্ভাগ্যবশত গত ৫ বছর ধরে এখানে শাসন করা কংগ্রেস সরকার জনগণের উন্নয়নকে আরও পিছনে ঠেলে দিয়েছে। এখানে কংগ্রেস সরকারের কাছে দুর্নীতির চেয়ে বড় কিছু নেই। এখানকার কংগ্রেস সরকারের কাছে পরিবারতন্ত্রই সবকিছু।' মোদী যোগ করেছেন, 'এখানকার কংগ্রেস সরকার তোষণ ছাড়া কিছুই ভাবে না। তোষণের রাজনীতির প্রভাব কী, গত ৫ বছরে রাজস্থান তার মুখোমুখি হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'নারীদের সংরক্ষণের আইন 'নারীশক্তি বন্দন আইন' পাশ হওয়ার পর থেকেই তারা (কংগ্রেস) নারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। অহংকারী জোটের নেতারা আমাদের মা-বোনদের নিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। বিধানসভায় মহিলাদের প্রতি চরম অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। তবুও কংগ্রেসের কোনও নেতা এই বিষয়ে কিছু বলেননি। এটাই কংগ্রেসের আসল চেহারা, যা রাজস্থানের মানুষ চিনতে পেরেছে।'

ধর্মতলায় ২৯শে শাহী সভা নিয়ে টানটান উত্তেজনা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : আইনি শুনানীর পর ধর্মতলায় ২৯ নভেম্বর বিজেপির সভায় অমিত শাহকে নিয়ে সভা হবে কিনা, সোমবারই তা চূড়ান্ত হওয়ার কথা। সেই সভা আদৌ হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত সোমবার হবে কলকাতা হাই কোর্টে। পুলিশের কাছ থেকে সভার অনুমতি না পেয়ে বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য বিজেপি।

আগামী ডিসেম্বরে কলকাতার ব্রিগেডে সভা করতে আসবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে তার আগে ২৯ নভেম্বর ধর্মতলা চত্বরে আরও একটি সভার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাবদ রাজ্যের পাওনা টাকা দিল্লি আটকে রেখেছে, এই অভিযোগে তৃণমূল যে আন্দোলন করছে, তার প্রেক্ষিতেই বিজেপির এই সমাবেশ। সেই সমাবেশেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহকে আনতে চান রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ শুভেন্দু অধিকারীর মতো বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতারা। সুকান্তবাবু এ ব্যাপারে নিজে দিল্লি গিয়ে কথাও বলে এসেছেন বলে জানিয়েছিলেন।

সোমবার দুপুরে মামলাটি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে ওঠার কথা। এর আগেও তিনি বিজেপির মামলায় নিরপেক্ষ বিচার করেছেন বলে দাবি বিজেপির। তাই বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের আশা এবারও সব দিক খতিয়ে দেখেই বিচারপতি সুবিচার করবেন।

সোমবার ছটের ছুটি প্রসঙ্গে সরব দিলীপ-সুকান্ত

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : ছটের ছুটি নিয়ে মোদী সরকারকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি সোমবারও ছটের ছুটি জানিয়ে বলেছেন, দিল্লি ছুটি দেয় না। আমাদের সরকার ইদ, ছটে ২দিন ছুটি দেয়। এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরের মন্দির তলা পুকুরে সোমবার সকালে ছট পুজো দেখতে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে ঢাকঢোল পিটিয়ে ছট পুজোয় মাতেন দিলীপবাবু। সাংসদকে মুখ্যমন্ত্রীর ছট-মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী ইদে তিন দিন ছুটি দেন। মুখ্যমন্ত্রী ছুটি দেন। বেতনও দেন না, ডিএ দেন না। আর কেন্দ্র সরকার কাজ করে, ছুটি দেয় না... এখানে ছুটি আছে বলে না বেতন, না ডিএ, রসাতলে যাচ্ছে। ''

কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাব দিয়ে বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে তো খেলা-মেলা ছাড়া কিছু নেই। মমতা ডিভাইড অ্যান্ড রুলে বিশ্বাসী''

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে প্রবেশকারী অস্ট্রেলিয়ান যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

আহমেদাবাদ, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে প্রবেশকারী অস্ট্রেলিয়ান যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। রবিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন মাঠের মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল এক অস্ট্রেলিয়ান যুবক। তার নাম ওয়েন জনসন। তার বিরুদ্ধে সোমবার চাঁদখেদা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ সে এক পুলিশ কর্মীকে মাঠে ঠেলে ফেলে দিয়ে বিরাট কোহলিকে বিরক্ত করার চেষ্টা করে। যদিও তার টি-শার্টে লেখা স্লোগানের বিষয়ে এফআইআর-এ কোনো উল্লেখ নেই।

রবিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ব্যাটিংয়ের সময় অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক বেন জনসন রেলিং ধরে লাফ দিয়ে মাঠে প্রবেশ করে। সে বিরাটের দিকে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। তরুণের টি-শার্টে স্টপ বোম্বিং প্যালেস্টাইন ও প্যালেস্টাইন মুক্তি দাও স্লোগান লেখা ছিল। মাঠে যুবককে দেখে পুলিশ সদস্যরা ধরে ফেলে। পরে চাঁদখেদা থানা পুলিশ তাকে হেফাজতে নেয়। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুবকের যোগসাজশের সন্দেহে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চাঁদখেদা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ান যুবক বেন জনসনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ায় ইতিমধ্যে তিনটি মামলা রয়েছে। যুবকের বাবা চীনের এবং মা প্যালেস্টাইনের।

প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, যুবক বিরাট কোহলির ভক্ত এবং সেই কারণেই তিনি বিরাটের কাছাকাছি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছিল। পিচে পৌঁছোতে তিন স্তরের নিরাপত্তা অভিযুক্ত কি করে ভাঙলো সে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে যুবক রেলিং ধরে লাফ দিয়ে মাঠে পৌঁছে যায়। স্টেডিয়ামের চারপাশে ৬ হাজার পুলিশ এবং বাইরে প্রায় ১০ হাজার পুলিশ সদস্য ছিলেন। তা সত্ত্বেও মাঠে পৌঁছে যায় যুবক।

গোপনীয়তা লঙ্ঘন : ২১ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের আটার বিধানসভা আসনের একটি বুথে পুনর্নির্বাচন

ভোপাল, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার, ২১ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের আটার বিধানসভা আসনের একটি বুথে আবার ভোট গ্রহণের নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার একটি অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ করে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন ২১ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলার আটার বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে।

একজন জেলা আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপনীয়তা লঙ্ঘনের কারণে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ ১৭ নভেম্বর নির্বাচনের দিন কিছু লোক কিশুপুরে সংশ্লিষ্ট বুথে ভোটের ভিডিও শ্যুট করেছিল। গোপনীয়তা ভঙ্গের দায়ে পোলিং টিমের চার সদস্যকে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়েছে। জেলা কালেক্টর ও রিটার্নিং অফিসার সঞ্জীব শ্রীবাস্তব এই তথ্য জানিয়েছেন।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্যকে জেরায় তাঁর বাংলোয় পুলিশ

বীরভূম, ২০ নভেম্বর (হি.স.): জিজ্ঞাসাবাদ করতে সোমবার শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্যের বাংলোয় গেল পুলিশ। তিনটি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে খবর। গোটা জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের ভিডিও রেকর্ডিং হয়।

কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ নিল বীরভূম জেলা পুলিশ। সোমবার শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়-সহ ৬ জন পুলিশ আধিকারিক তাঁর বাংলোয় 'পূর্বিতা'য় পৌঁছন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর ধরে উপাচার্য থাকাকালীন নানা বিষয়ে বিতর্ক বাঁধিয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক বিষয়ে মোট পাঁচটি অভিযোগ জমা পড়ে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পত্তিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে অবমাননা করে ফলক বসানো থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে কটুক্তির জেরে অভিযোগ দায়ের হয়। বাঙালি কাঁকড়ার জাত-সহ দুর্গাপুজো প্রসঙ্গেও স্পর্শকাতর মন্তব্য করেছিলেন বিদ্যুৎবাবু।

এই পাঁচটি মামলার শান্তিনিকেতন থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস ধরানো হয়। কিন্তু শরীর ও মনের অবস্থা ভালো নেই বলে হাজিরা এড়িয়ে যান বিদ্যুৎবাবু। এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য। সেই মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে স্বস্তিও পান তিনি। আদালত নির্দেশ দেয়, গ্রেফতারির মতো কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। তবে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।

বিহারের বৈশালিতে বাজি ফাটানো নিয়ে বিবাদ; গুলিবিদ্ধ ৩ জন, তদন্তে পুলিশ

বৈশালি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের বৈশালি জেলায় আতশবাজি ফাটানোকে ঘিরে বিবাদের জেরে চলল গুলি। বাজি ফাটানোকে ঘিরে ঝামেলার জেরে ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বৈশালি জেলার বেলকা গ্রামে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ৩ জনকে পাটনার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নভেম্বর রাত পৌনে ৯টা নাগাদ, বৈশালি জেলার বেলকা গ্রামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের জেরে গুলি চলে। আতশবাজি ফাটানোর জেরে ঝামেলার সূত্রপাত হয়, ৩ জন গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য পাটনায় রেফার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'' প্রসঙ্গত, ছটপুজো উপলক্ষ্যে রবিবার রাতে মানুষজন আনন্দে মেতে উঠেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য লুক ফ্রিডেনকে অভিনন্দন মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য লুক ফ্রাইডেনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এক্স- পোস্ট করে লেখেন, লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য লুক ফ্রাইডেনকে আন্তরিক অভিনন্দন। ভারত-লাক্সেমবার্গ সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে আমরা উৎসাহী বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী উল্লেখ করেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি আমার বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিহিত আছে।

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২৪-২৬ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্লিনিক্যাল মেডিসিন (এ আই সি এম), ত্রিপুরা চ্যাপ্টার ২৪/১১/২০২৩ থেকে ২৬/১১/২০২৩ পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার, হাপানিয়া, আগরতলায় তিন দিনের ২৯তম জাতীয় সম্মেলন আইএসিএমসিওএন ২০২৩ আয়োজন করতে চলেছে। শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, এই জাতীয় ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের উপর জাতীয় সম্মেলন প্রথমবারের মতো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।ত্রিশজনেরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিকিৎসক ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমহলকে ক্লিনিকস এবং ক্লিনিকাল মেডিসিনের প্রযোজনীয়তা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোকিত করবেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও, ভারতের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থী এবং মেডিকেল অফিসারদের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

অগ্নিদগ্ধ দেহ

● **প্রথম পাতার পর** পর থেকেই মানসিকভাবে সুস্থ ছিলো না বলেও জানা গেছে মহিলা পরিবারের পক্ষ থেকে। সোমবার সকালে সুদীপা বাবার সাথে কথা বলে ঘরে যায়। কিন্তু আধ ঘন্টা ধরে সুদীপাকে না দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করতেই পরিত্যক্ত বাথরুমে সুদীপার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ দেখতে পান সুদীপার বাবা। এই সময়ে সুদীপা পরিত্যক্ত বাথরুমে নিজ গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পরিবারের কেউ এমনকি পাড়া প্রতিবেশীরাও কেউ কোন চিৎকার শুনতে পায়নি।তাই এলাকাবাসির মধ্যে এই রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ , ফরেনসিক টিম এনে ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ।

অব্যাহত

● **প্রথম পাতার পর** পুলিশ পৌঁছলে হরতাল সমর্থকরা কয়েকটি ককটেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।
পরে পুলিশ টায়ারের আগুন নিভিয়ে ও অবরোধ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এছাড়া শহরের নামাজগড় এলাকায় বগুড়া পৌর জামাতের আমির অধ্যক্ষ আবিদুর রহমানের নেতৃত্ব মিছিল হয়েছে।
শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে বিএনপি ও জামাতের ডাকা বন্‌ধে রেহাই পাচ্ছে না বাস-ট্রেনও। বন্‌ধ শুরুর আগেই শনিবার জামালপুরের সরিষাবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনে যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগিতে আগুন ধরিয়ে দেয় পিকেটাররা। গত ২৮ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর অবধি দেড়শো যানবাহনে (ট্রেনসহ) আগুন দেওয়া হয়। অর্থাৎ বন্ধ-অবরোধ সফল করতে দল দুটির হাতিয়ার হলো আগুন সন্ত্রাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভোটমুখী বাংলাদেশে হিংসা অব্যাহত

ঢাকা, ২০ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার বিরোধীদের ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতালের দ্বিতীয় দিনে বগুড়ায় জামাতের নেতাকর্মীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে। ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টাও হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ভোটমুখী বাংলাদেশে হিংসা অব্যাহত। বিরোধী দল বিএনপি ও সঙ্গী জামাত শিবিরের তাণ্ডব দেখছে দেশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার শহরের কানুচগাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জামাতের নেতাকর্মীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছলে হরতাল সমর্থকরা কয়েকটি ককটেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।
পরে পুলিশ টায়ারের আগুন নিভিয়ে ও অবরোধ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এছাড়া শহরের নামাজগড় এলাকায় বগুড়া পৌর জামাতের আমির অধ্যক্ষ আবিদুর রহমানের নেতৃত্ব মিছিল হয়েছে।
শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে বিএনপি ও জামাতের ডাকা বন্‌ধে রেহাই পাচ্ছে না বাস-ট্রেনও। বন্‌ধ শুরুর আগেই শনিবার জামালপুরের সরিষাবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনে যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগিতে আগুন ধরিয়ে দেয় পিকেটাররা। গত ২৮ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর অবধি দেড়শো যানবাহনে (ট্রেনসহ) আগুন দেওয়া হয়। অর্থাৎ বন্ধ-অবরোধ সফল করতে দল দুটির হাতিয়ার হলো আগুন সন্ত্রাস।

তল্লাশির নামে আটকে রেখে হেনস্তা, ক্যামাক স্ট্রিটে বিক্ষোভের মুখে আয়কর কর্তারা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : তল্লাশির নামে টানা ৭২ ঘন্টা কর্মীদের আটকে রেখে হেনস্তা করার অভিযোগ। সোমবার ক্যামাক স্ট্রিটে এই অভিযোগে আয়কর দফতরের কর্তাদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যামাক স্ট্রিটে রয়েছে একটি বেসরকারি ইস্পাত প্রস্তুতকারক সংস্থার অফিস। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের কারণে শনিবার থেকে ওই অফিসে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা।সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ইস্পাত প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্মীদের অভিযোগ, তল্লাশির নামে তাঁদের ফোনও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। ফলে শনিবার থেকে গত ৭২ ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেননি তাঁরা। সংস্থার বেশ কয়েকটি অফিস সিল করে দেন আয়কর বিভাগের কর্মীরা।প্রতিবাদে তদন্তকারীদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন সংস্থার কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় শেক্সপিয়ার সরণী থানা পুলিশ। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিক্ষোভরত কর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা করা হয় পুলিশের তরফে। আয়কর বিভাগের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, তদন্তের গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থেই কর্মীদের ফোন বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়েছে।

কোতুলপুরে শুভেন্দুর পদযাত্রার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : কোতুলপুরে শুভেন্দু অধিকারীর পদযাত্রা করার অনুমতি দিতে হবে পুলিশ-প্রশাসনকে। সোমবার হাইকোর্ট এ কথা জানিয়েছে। কোতুলপুরে শুভেন্দুর পদযাত্রা হবে ২৫ নভেম্বর।
গত শুক্রবার ১৭ নভেম্বর বাঁকুড়ার কোতুলপুরে শুভেন্দু অধিকারী সভা করবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন অনুমতি দেয়নি সেই সভা ও অভিযান করার। তারপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা।
উল্লেখ্য, গত ১ নভেম্বর বাঁকুড়ার কোতুলপুরে মোহিনী মোহন ময়দানে বিজয়া সম্মেলনের ডাক দেয় বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। কিন্তু সেই সম্মেলনে অনুমতি ছিল না পুলিশ-প্রশাসনের। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েও সম্মেলন করার অনুমতি মেলেনি। তাই শুভেন্দু অধিকারী ওই দিন সম্মেলনে যোগ দিতে কোতুলপুরে পৌঁছলেও হাইকোর্ট অনুমতি না দেওয়ায় আর তিনি সম্মেলন স্থলে যাননি।
সেদিনই তিনি ঘোষণা করেন, ১৭ নভেম্বর তিনি কোতুলপুরে কর্মসূচী করবেন। বিরোধী দলনেতার ঘোষণা অনুযায়ী ১৭ নভেম্বরের কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে গত ৩ নভেম্বর কোতুলপুর থানায় আবেদন জানায় বিজেপি। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন অনুমতি দেয়নি।
ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুবাবু হাইকোর্টে মামলা করে বলেন, ”আদালত যেদিন বলবে সেদিনই কোতুলপুরে আমরা সভা করব। তবে সভা হবেই। তৃণমূল শত প্ররোচনা করেও সভা আটকাতে পারবে না।” সোমবার হাইকোর্টের এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানি শেষে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা, শুভেন্দুকে মিছিল করার অনুমতি দেন। সেই সঙ্গে তিনি কোতুলপুর থানার ওসি ও এসডিপিও-কে নির্দেশ দেন যাতে ওই পদযাত্রায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। পাশাপাশি, অনুমতিও দিতে হবে।

নতুন জেলা সভাপতিকে ঘিরে উন্মাদনা তৃণমূল শিবিরে

বাঁকুড়া, ২০ নভেম্বর (হি. স.) : তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা অরূপ চক্রবর্তী দলের জেলা সভাপতি মনোনীত হতেই জেলার তৃনমূল শিবির উজ্জীবিত। জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে নতুন সভাপতিকে বরন করতে কাতারে কাতারে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা হাজির হয়।বেলা এগারোটা নাগাদ নতুন সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল মিছিল বের হয়।নতুন সভাপতির ছবি সহ প্ল্যা কার্ড হাতে বহু মানুষ সামিল হন মিছিলে।
হুড খোলা গাড়িতে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যনার্জী ও দলের চেয়ারপারসন অলকাসেন মজুমদার কে সঙ্গে নিয়ে অরূপ বাবু কর্মী সমর্থকদের উৎসাহে গা ভাসান।
অরূপবাবুর নাম জেলা সভাপতি হিসাবে ঘোষিত হতেই হতোদ্যম কর্মীরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন।আজ তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।দলের মন্ত্রী থেকে বেশ কয়েকজন নেতা ইডি আর সিবিআই এর জালে।তাদের সান এখন কারাগারে।একের পর এক এই ঘটনায় হতাশা নেমে আসে তৃনমূলে।সামনেই লোকসভা নির্বাচন।তাকে সামনে রেখেই সভাপতি বদল করে জেলায় ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে তৃনমূল।গত লোকসভ নির্বাচনে জেলার দুটি আসনই হাতছাড়া হয় তৃণমূলের।একই ভাবে বিধান সভা নির্বাচনে ও বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হয় তৃণমূল। জেলার বারোটি আসনের মধ্যে আটটিতে পরাজয় বরন করে তৃণমূল।অরূপবাবুকে সামনে রেখে লড়াই করে তৃণমূল হারানো জমি কতটাউদ্ধার করতে পারে সে দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

নারী সমিতি

● **প্রথম পাতার পর** খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে অনেকাংশে রাজ্যবাসী সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন না। পাশাপাশি রেগার কাজ নিয়ে চরম অনিয়ম চলছে। রেগার মজুরি নিয়ে অর্থ নয়ছয় হচ্ছে। তাই তাঁদের দাবি, রেগা প্রকল্পে ২০০ দিনের শ্রম দিবস এবং ৬০০ টাকা মজুরি প্রদান করা, কাজের সাথে মজুরি প্রদান করতে হবে এবং এই প্রকল্পে রাজনৈতিক দলীয়করণ বন্ধ করা হোক।

রাজ্যপাল

● **প্রথম পাতার পর** সচিব অভিষেক সিং দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন। আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ড় শৈলেশ কুমার যাদব পুরনিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন।

মহিষাদলে সমবায়ের অনুষ্ঠানে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, জখম কয়েক জন

পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : সমবায়ের অনুষ্ঠানে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল মহিষাদলে। অনুষ্ঠান চলাকালীন চেয়ার ছোড়াছুড়ি, হাতাহাতিতে জড়ালেন দু'পক্ষের লোকেরা। এই ঘটনায় কয়েক জন জখম হয়েছেন।
তৃণমূলের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। শাসকদল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছে। সোমবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে সমবায়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন। মহিষাদলের কেশবপুরের জালপাই সমবায়েও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে গিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী-সহ ব্লক ও জেলা স্তরের প্রশাসনিক ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি। কিন্তু অনুষ্ঠানে ডাক পাননি বিজেপি পরিচালিত ইটামগরা ২ পঞ্চায়েতের প্রধান রামকৃষ্ণ দাস। দুপুর নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরেই রামকৃষ্ণ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মঞ্চের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের থামানোর চেষ্টা হলেও বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা বিক্ষোভ চালিয়ে যান। অভিযোগ, এর পরেই পুলিশের সামনে বিক্ষোভকারীদের উপর চেয়ার নিয়ে চড়াও হন কয়েক জন। মুহূর্তে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।
বিজেপির দাবি, হামলার জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন রামকৃষ্ণ-সহ বেশ কয়েক জন। এই ঘটনার প্রতিবাদে তেরপেখ্যা কাপাসএড়্যা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা।
পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে গিয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। মহিষাদলের এই সমবায়ে গত নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল তৃণমূল। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। যার জেরে বিবাদ অনেক দিন ধরেই চলছিল। রামকৃষ্ণবাবুর দাবি, “এলাকার মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বাদ রেখে বহিরাগতদের নিয়ে এসে শতবর্ষ প্রাচীন সমবায়ের অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের সামনেই এলাকাবাসীদের বেধড়ক মারধর করা হল। আমি ছাড়াতে গেলে ওরা আমার উপরেও হামলা চালায়। যারা এই নারকীয় হামলা চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন করা ব্যবস্থা না নিলে আমরা বড়সড় আন্দোলনে নামব।”

কংগ্রেস গোটা দেশের সমস্যা বিজেপিই একমাত্র সমাধান: যোগী

জয়পুর, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস গোটা দেশের সমস্যা, বিজেপিই একমাত্র সমাধান বলে সোমবার মন্তব্য করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি সোমবার রাজস্থানের আম্বের বিধানসভা কেন্দ্রে আয়োজিত একটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতায় একথা বলেন। তিনি এদিন আরও বলেন, কংগ্রেস দল শুধু রাজস্থানের নয়, গোটা দেশের সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান একমাত্র বিজেপি।
এতদিন এই কংগ্রেসরাই রাম-কৃষ্ণের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল আর এখন আসন্ন নির্বাচনের কারণে প্রভু রামকে তাদের মনে পড়ছে। এইসব লোকেরা সনাতনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তিনি বলেন, রাজস্থান গত পাঁচ বছরে অপরাধ, নৈরাজ্য, দুর্নীতি, গুন্ডামি, গোহত্যা, মহিলাদের হয়রানি এবং সাইবার অপরাধে এক নম্বরে পরিণত হয়েছে। এই রাজস্থানকে বিজেপি দেশের পর্যটনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিজেপি শাসনামলে, রাজ্যকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রতিটি গ্রামে দরিদ্র ব্যক্তি, প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি যুবকের কাছে পৌঁছোনোর জন্য বড় কর্মসূচি এবং পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন গত পাঁচ বছরে, রাজস্থানে করুণ অবস্থা তৈরি হয়েছে। রাজস্থানের আম্বের বিধানসভা কেন্দ্রে গর্জন করে যোগী আদিত্যনাথ জানান, একদিকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের একটি বড় শক্তি হয়ে উঠছে। বিশ্ব মঞ্চে ভারতের মর্যাদা ও সম্মান বাড়ছে। বিদেশে মোদী যে সম্মান পান তা ভারতের ১৪২ কোটি মানুষের সম্মান। আজ কোন শত্রু ভারতের দিকে তাকাতে পারবে না। ভারতীয় সেনারা শত্রুর ঘরে ঢুকে হত্যা করতে পারবে। একই সঙ্গে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যার জননীও কংগ্রেস। কংগ্রেসই সন্ত্রাসবাদের সমস্যা তৈরি করেছিল এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করে সন্ত্রাসবাদের সমস্যা শেষ হয়েছে। কংগ্রেস যখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল, তখন তার দলের মানুষরা বলত যে দেশের সম্পদের উপর প্রথম অধিকার মুসলমানদের, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে না, দেশের সম্পদের উপর গ্রাম, দরিদ্র, কৃষক এবং যুবকদের প্রথম অধিকার রয়েছে। তিনি আবেদন করেন, জনগণ যেভাবে পাঁচ বছর আগে সতীশ পুনিয়াকে বিজয়ী করেছিল, সেভাবে এবারও আম্বেরে পদ্ম ফোটাতে হবে। আমেরে, সতীশ পুনিয়া বিরোধী দলে থাকাকালীন যা যা করতে পেরেছিলেন। রাজস্থানে ৫ বছরে খনি, ভূমি মাফিয়া, বন মাফিয়া, গরু মাফিয়া বেড়েছে। এখানে কাগজ ফাঁস হয়ে যায় এবং নকল মাফিয়ারা বেড়ে ওঠে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি আসার আগে প্রতিদিন দাঙ্গা হত, কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর কানওয়ার যাত্রায় ৪ কোটি মানুষ অংশ নিলেও একটা খড়ও পোড়েনি। উত্তরপ্রদেশে নিরাপত্তা ও বিশ্বাসকে সম্মান করা হচ্ছে, তাই আমরা এখন উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজস্থানে এসেছি।

দলুয়াখাকিতে ঢুকতে না পেরে অশোক গাঙ্গুলিকে ফোন অম্বিকেশদের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে সেখান থেকেই সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে ফোন করেন ‘আমরা আক্রান্ত’ সংগঠনের অন্যতম সদস্য তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের কথা বলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পুলিশ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়নি।
সোমবার অম্বিকেশবাবুদের দলুয়াখাকির আগে মনসাতলা এলাকায় আটকে দেয় পুলিশ। তা নিয়ে বচসা হয় দু'পক্ষের মধ্যে। এর পরেই সেখানে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের সামনেই শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে ফোন করেন অম্বিকেশবাবু।অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ফোনে অম্বিকেশবাবুকে জানান, তিনি পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চান। অম্বিকেশবাবু তাঁর মুঠোফোনটি জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পালের হাতে দিতে যান। কিন্তু পুলিশ অফিসার দু'বার “স্যরকে আমার প্রণাম জানাবেন” বলে ফোনটি নিতে অস্বীকার করেন।
উপস্থিত সাংবাদিকদের তরফে একজন অশোকবাবুর সঙ্গে ওই সংযোগে জানতে চান, কোন যুক্তি বা আইনের বলে পুলিশ প্রতিনিধিদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছে? সাংবাদিকরা জানান, পুলিশের দাবি আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। অশোকবাবু জবাবে বলেন, গোটা রাজ্যেই আইনশৃঙ্খলার চরম অভাব। তাই বলে সব জায়গাতেই পুলিশ এভাবে সমাজকর্মীদের বাধা দিতে পারে?অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এর পর ফোনেই অম্বিকেশবাবুদের জানান, বিষয়টি লিখিত আকারে জেলা পুলিশ সুপারকে জানাতে। এ-ও জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রয়োজনে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলবেন। ফোনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “এ ভাবে আটকাতে পারে না পুলিশ।”

ফ্রন্টের

● **আটের পাতার পর**
শক্তির সাথে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি তথা তার নেত্রী খালেদা জিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাই আগামীতে এইসব মৌলবাদীরা যাতে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে হিন্দুদের সুরক্ষা বিঘ্নিত করতে না পারে তারজন্য তিনি বাংলাদেশের হিন্দুদের আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে পুনর্নির্বাচিত করার আহ্বান জানাচ্ছেন।
প্রদীপ দত্তরায় বলেন, যে এটা চাইছেন আসামের ১ কোটি কুড়ি লক্ষ সহ সারা বিশ্বের ৭২ কোটি বাঙালি। তিনি আগামী নির্বাচনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এদিন আগাম অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গুদামঘরে বস্তাবন্দি যুবকের দেহ উদ্ধার, আলোড়ন কালনায়

পশ্চিম বর্ধমান, ২০ নভেম্বর (হি.স.): গুদামঘর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে সোমবার ব্যাপক আলোড়ন ছড়াল কালনার রংপাড়া গ্রামে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালনা থানার পুলিশ।
মৃতের নাম রকি হালদার বলে জানা গিয়েছে। বয়স ১৭ বছর। ধান সেদ্ধ করা হয়, এমনই একটি স্টিমের গুদামঘর থেকে রকির দেহ মিলেছে বলে খবর। কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দেহ পাঠায় পুলিশ। মৃতের আত্মীয়দের ধারণা, এর পিছনের রকির বন্ধু বান্ধবদের হাত থাকতে পারে। তারাই ১৭ বছরের যুবককে খুন করে বস্তায় ভরেছে, মনে করছেন পরিজনেরা।
প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, গত দু”মাস ধরে মায়ের সঙ্গে কালনার রংপাড়ার একটি ধান সেদ্ধ করা হয়, এমন স্টিমের গুদামে কাজ করত কালনারই ধর্মডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা রকি।
রবিবার, সন্ধে গড়িয়ে যাওয়ার পরও ছেলে বাড়ি না ফেরায় মা রিনা হালদার বেশ কয়েক বার রকিকে ফোন করেন। রিনার বক্তব্য, তখন বেশ কয়েকবার ছেলের সঙ্গে কথাও হয়েছিল। কিন্তু তার পরও ছেলে বাড়ি না ফেরায় ফের রকিকে ফোন করেন রিনা। সে বার ফোন বন্ধ ছিল, ফলে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।
রাতে বাড়ি না ফেরায় ভীষণ চিন্তায় পড়ে যান রকির মা। সোমবার সকালে গুদামঘরে খোঁজ করতে গেলেই এক কোণে বস্তা বন্দি অবস্থায় কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেই দেখেই চিৎকার করে ওঠেন মৃতের মা। শুনে ছুটে আসেন বাকি কর্মীরা।সঙ্গে সঙ্গে কালনা থানার পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে কালনা হাসপাতালে পাঠায়। কী কারণে খুন, কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

সেমিনার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন
সেমিনারের আয়োজন করে।আচার্য্যদেব এই সেমিনারের নামকরণ করেছেন,- PANACEA (A solution to all problems and diseases), উক্ত সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল' Unleashing human potentials। উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করতে মূখ্য বক্তা হিসাবে যোগদান করেছেন কোলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ও সহ-প্রতিঋত্বিক ডাঃ স্বরূপ চক্রবর্তী।এছাড়াও বক্ত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা এন.আই.টির এসিটেন্ট প্রফেসর ডাঃ বিশ্বজিৎ সাহা, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ শান্তনু ঘোষ, এসিটেন্ট প্রফেসর ডাঃ রামকৃষ্ণ পাল এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের কনসালটেন্ট পেইন ফিজিশিয়ান ও সহ-প্রতিঋত্তিক ডাঃ রাজেশ চৌধুরী।

মাধুরী দীক্ষিতকে বিশেষ স্বীকৃতি পুরস্কার : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতের ৫৪ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য সিনে তারকা মাধুরী দীক্ষিতকে একটি বিশেষ সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর সোমবার একথা জানিয়েছেন।
মাধুরী দীক্ষিত একজন প্রতিভাবান, ক্যারিশম্যাটিক অভিনেত্রী যিনি সিনেমায় শ্রেষ্ঠত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার অবদানের জন্য একটি বিশেষ স্বীকৃতি পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে অনুরাগ ঠাকুর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছেন। মাধুরী দীক্ষিত চারটি দশক ধরে অতুলনীয় প্রতিভা প্রদান করে আমাদের পর্দাকে আকৃষ্ট করেছেন বলেও অনুরাগ সিং মন্তব্য করেন। উচ্ছ্বসিত নিশা থেকে চিত্তাকর্ষক চন্দ্রমুখী, মহিমান্বিত বেগম পাড়া থেকে অদম্য রাজজো পর্যন্ত, তার বহুমুখীতার কোন সীমা নেই। তিনি জানান, ভারতের ৫৪ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে, আমরা প্রতিভাবান, ক্যারিশম্যাটিক অভিনেত্রীকে ”ভারতীয় চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য বিশেষ সম্মান” পুরস্কার প্রদান করছি। সোমবার থেকে গোয়ায় শুরু হল ৫৪তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

মন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর** মূল্য ধার্য করতে পারে। তবে প্রিপেইড অটো রিক্সা থেকে এই মূল্য মুকুব করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ভুল সংশোধনী

মোবাইল না পেয়ে আত্মহত্যার জায়গায় পড়তে হবে আত্মহত্যার চেষ্টা। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

কর্মাধ্যক্ষ

অঙ্গন

NO. F.3 (01-01)/TSR-13(IR-IX) /QM/2023-24/, 17480-81) Dated, the/5/ 7) /2023

Press Notice Inviting e-Tender

The Coffifiandant 13th Bn TSR (IR-IX), Subhashnagar, Kanchanpur, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/Enterprise and eligible contractors/firms/ agencies of appropriate class registered with P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Other State P.W.D up to 03 P.M on 05.12.2023 for the following works.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Construction of 1(one) TTS barrack No. 1 Size (40' x 20'), half wall, G.C.I sheet walling & roofing, with 4' front verandah at Hurua under Dharmanagar of 13th Bn TSR (IR-IX). (DNIT No. 01/comdt13thbntsr/ DNIT/2023-2024)	Rs. 7,80,127/-	Rs. 15,603/- (2%)	90 (Ninety) Days	Up to1500 Hrs on05/12/2023	Up to1630 Hrs on 06/12/2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2.	Construction of 1(one) TTS barrack Size (40' x 20'), half wall, G.C.I sheet walling & roofing, with 4' front verandah at Hurua under Dharmanagar of 13th Bn TSR (IR-IX). (Barrack No. III) (DNIT No. 02/comdt13thbntsr/ DNIT/2023-2024)	Rs. 8,77,197/-	Rs. 17,544/- (2%)	90 (Ninety) Days	Up to1500 Hrs on05/12/2023	Up to1630 Hrs on 06/12/2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3.	Construction of 1(one) TTS barrack No. 1 Size (40' x 20'), half wall, G.C.I sheet walling & roofing, with 4' front verandah at Hurua under Dharmanagar of 13th Bn TSR (IR-IX). (Barrack No. IV) (DNIT No. 03/comdt13thbntsr/ DNIT/2023-2024)	Rs. 8,77,197/-	Rs. 17,544/- (2%)	90 (Ninety) Days	Up to1500 Hrs on05/12/2023	Up to1630 Hrs on 06/12/2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after thescheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

For & on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-3191/23

Commandant
13 Bn TSR (IR-IX)
Kanchanpur, North Tripura.

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.: F. 3-1 16/DEV/WLW/ELEMENT/Tender/F or-2023-24/5741-81

Dated.17.11.2023

The Member Secretary, FDA Gumti, Dhalai District, Tripura on behalf of the Governor of Tripura invites online percentage rate e-tender for the following work:

Name of Works	:	Construction of Beat Office cum Quarter at Raima under Raishyabari Range under Gumti FDA
Estimated Cost	:	Rs. 49,04,930.00 (Rupees forty nine lakhs four thousand nine hundred thirty) only
Bid Fee	:	Rs. 1,000.00 (Rupees one thousand) only
Earnest Money	:	Rs. 98,099.00 (Rupees ninety eight thousand ninety nine) only
Last date & time for online Bidding	:	28.11.2023up to 3:00PM

Note: The bid form send other details including online activities should done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3186/23

Member Secretary
Gumti FDA, Gandacherra
Dhalai Tripura

NO. F.21(110)/CESPJ/SETTLEMENT/2023-24/ 846-49 Dated, 18/11/2023

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER (24 CALL)

It is hereby notified for general information that license is proposed to be offered for settlement of 04(four) nos. retail vend of foreign liquor shops and 04 (four) nos. country liquor shops under Sepahijala District, through e-tender method for the period of December 2023 to March 2025 (16 months).

Details of the terms & conditions of the 'Notice Inviting E-Tender' are available in the e-procurement website-https://tripuratenders.gov.in, State Portal-www.tripura. gov.in, District Web Portal-www.Sepahijala.nic.in and in the Notice Board of O/o-the Collector of Excise, Sepahijala District, Bishramganj.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Sepahijala District, Bishramganj will beon \ /12/2023 up to 5:30 PM.

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Collector of Excise, Sepahijala District and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in.

All future Corrigendum/addendum relating to this te! » if any will be published in due course only in the aforesaid website.

(Nagesh Kumar B., IAS)
Collector of Excise
(DM & Collector)

ICA/C-3181/23

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 22 & 23 /EE/ENGG.CELL/DSE/2023-24 Dt. 15/11/ 2023 & 16/11/2023 TheEngineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate ¢- tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 06/12/2023 &30/11/2023 for the following works:-

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of additional Class Room 1(one) unit at Urang Para JB School under Bishalgarh Block of Sepahijala District [illegible] 2023-24. DNIeT No: 18/EE/ENGG. CELL/DSE/2023-24.	Rs.17,27,201.00	Rs. 34,544.00	Up to 15.00 Hrs on 06/12/2023...	180 days.	07/12/2023 on 11.00 AM.
2	2nd Call for Repair/renovation of existing school (5 nos Class Room) of Ramchera high School by replacing GCI Sheet & providing fitting fixing of board ceiling flooring etc. with other allied work under Charilam I/S, Sepahijala during the year 2023-24. DNIeT No: 13/EE/ENGG. CELL/DSE/2023-24	Rs.8,32,217.00	Rs. 16,654.00	Up to 15.00 Hrs on 30/11/2023...	60 days.	01/12/2023 on 11.00 AM.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:/Aripuratenders gov in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physicalliy is not permitted.

No.F.17 (13-285 & 282) /SE/ENGG/2023-24/ 1166-3) Dated, the 16/11/2023

ICA/C-3175/23

Executive Engineer,
Engineering Cell, Directorate of
Secondary Education, Agartala, West
Tripura.

বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে রাজ্যের সিনিয়র ক্রিকেটাররা এখন ব্যাঙ্গালুরুতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। ঋদ্ধিমান সাহা-র নেতৃত্বে ব্যাঙ্গালুরু গেলো ত্রিপুরা দল। সোমবার সকালের বিমানে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট। এদিন রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরা দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ক্রিকেটে ধরাশায়ী হওয়ার পর এবারের আসরে সাফল্য পাবে রাজ্যদল এমনই আশা দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের। বিশেষ করে চোট সারিয়ে রাণা দত্ত দলে যোগ দেওয়ায় বোলিং গভীরতা আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট। সিনিয়র এবং জুনিয়র ক্রিকেটারদের সমৃদ্ধে ত্রিপুরা দলটি যথেষ্ট ব্যালান্সড মনে করছেন সকলেই। আসর ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে আসর। ওইদিনই ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ ওড়িশা। এরপর ২৫ নভেম্বর সিকিম, ২৭ নভেম্বর সৌরাষ্ট্র, ২৯ নভেম্বর কেরল, ১ ডিসেম্বর রেলওয়ে, ৩ ডিসেম্বর মুম্বাই এবং ৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরা শেষ ম্যাচ খেলবে পুদুচেরীর বিরুদ্ধে। ফলে ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছে ত্রিপুরা দল দুদিন অনুশীলন করার সুযোগ পাবে। প্রসঙ্গত: ১৭ নভেম্বর ব্যাঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ছিলো ত্রিপুরা দলের। কিন্তু মিধিলির তান্ডবে বিমান স্থগিত থাকায় ওই রাজ্যে যেতে পারেননি মণিশঙ্কর-রা। ত্রিপুরা দল: ঋদ্ধিমান সাহা (অধিনায়ক), মণিশঙ্কর মুড়াসিং (সহ অধিনায়ক), বিক্রম কুমার দাস, পল্লব দাস, সুদীপ চ্যাটার্জি, গনেশ সতীশ, রজত দে, শুভম ঘোষ, বিক্রম দেবনাথ, জয়দীপ বনিক, পারভেজ সুলতান, অভিজিৎ সরকার, রাণা দত্ত, জয়দেব দেব, অর্জুন দেবনাথ, অজয় সরকার, কৌশল আচার্য, চিরঞ্জীৎ পাল, নিরুপম সেন, শঙ্কর পাল, রিমন সাহা, সম্রাট সিনহা এবং তুষার সাহা। কোচ : বিনসেন্ট সাক্সেনা, বিনীত জৈন, সহকারি কোচ: কিশোর মুহুরি, ফিজিও: রবীন্দ্র কুমার, ট্রেণার: পূর্ণেন্দু জানা, থ্রোয়ার: জয়ন্ত দেবনাথ, মেসার: নিলয়জ্যোতি সাহা, ভিডিও অ্যানালাইসিস: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ম্যানেজার: পিঙ্কু রায়, লোগেস্টিক ম্যানেজার: আমীর বনিক।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
(PUBLIC HEALTH SECTION)
AGARTALA
CORRIGENDUM

Notice Inviting Short Quotation No.1/2023-24

Sealed quotations are hereby invited from the resourceful suppliers/Agency/Firms to submit the quotation with rate of the item on urgent basis. The Notice inviting Short Quotation could be seen in the Agartala Municipal Corporation website www.agartala city tripura.gov.in & Tripura State Portal.

Sl.No	Name of Description	Quantity	Rate	Remarks
1.	PHENYL Liquid (WHITE) registrations must be registered with insecticide board	200 Ltr.		

The filled quotation along with the required documents must reach to the office of the undersigned started on 23/11/2023 by 3:00 PM in Tender Drop Box. The party shall submit the quotation in sealed envelope which shall be opened in the affice of the undersigned on 24/11/ 2023 at 3:00 PM, if possible.

Authority reserved the right to reject the quotation without assigning any reason.

Terms & Condition:-

1. The agency/ Firm shall be an Indian Citizen.
2. The agency/ Firm shall have Valid GST Registration.
3. It will be deducted from source; PAN Card Copy shall be submitted along with quotation.
4. Bank Account Number, IFS Code, Branch name shall be submitted for payment.
5. The quotationer shall quote the rate of item keeping in mind the quality of the item. The AMC authority will not compromise with quality of the item.
6. Manufacturing of chemical shall be not more than 3 (three) month of the date of delivery.
7. Avaibility of test report from central Govt./NAB/IAC to be submitted for the item No.1,

Health Officer
Agartala Municipal Corporation

Dated, Agartala the 20/11/2023. No.1-38/PH/Con/AMC/98/Sub-11/742-746.

Government of Tripura
Tripura Institution For Transformation
F. No. 7(1)/GA(GG)/2023/ Dated,17/11//2023
Vacancy Circular

Tripura Institution for Transformation (TIFT), a State Institution for Transformation has been set up under the Department of General Administration (Good Governance) with the objective to coordinate the efforts and initiatives of Good Governance in Tripura. The TIFT will maintain co-ordination with the NITI Aayog. Applications are now invited on behalf of the Chief Executive Officer, TIFT from eligible and dynamic individuals for various positions. The TIFT is committed to fostering positive change in Tripura and is looking for dedicated professionals to join the team in this endeavor. Interested candidates are invited to apply for the following contractual-positions:

Sl. No.	Name of position	No. of posts
1	Team leader	1
2	Sector Expert- Agriculture and allied sectors (Plant based)	1
3	Sector Expert- Agriculture and allied sectors (Animal based)	1
4	Sector Expert - Social Sector (Education and Skill)	1
5	Sector Expert - Social Sector (Health)	1
6	Sector Expert - Infrastructure	1
7	Sector Expert - Industry & Trade	1
8	Sector Expert - Environment and Natural resource	1
9	Sector Expert - Good Governance and Public Administration	1
10	Monitoring and Evaluation Expert	1
11	Project Monitoring Engineer	1
12	IT Professional	1

For details relating to the post and requisite eligibility conditions one may visit httos:/ Aripura.gov.in/.

How to apply : Applications addressed to the Chief Executive Officer, TIFT with detailed resume in support of the candidature and copies of all supporting documents may be sent directly to the mail id gaggrecruitment@gmail.com. The submission of applications shall start from 20" November, 2023 and the last date for the receipt of applications shall be 4th December, 2023.

Schedule of interviews shall be notified at a later date in the State portal (https://tripura.gov.in/) and through the local newspapers /email addresses of the respective candidates.

US, General Administration
(Good Dovernance)

ICA/D-1299/23

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:-22/EE/WRD-1/2023-24.

Dated:- 14/11/2023.

The Executive Engineer, W.R. Division No. Kunjaban, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', sealed percentage rate tender (s) from enlisted Contractors/ Firms/ Agencies / of PWD / TTAADC in appropriate class and also from the Contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state,experience in similar nature of Work PWD in Form 7(seven) upto 3.00 P.M on 22/11/2023 for the following work. Tender may likely to be opened on the same day at 3.30 P.M., if possible.

Sl. No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIT No.153 /EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs. 4,46,480.00.	Rs.8,930.00	3(Three)months.
2	DNIT No. 154/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs.4,69,973.00.	Rs. 9,399.00	3(Three)months.
3	DNIT No.155/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs. 4,46,460.00	Rs.8,929.00	3(Three)months.
4	DNIT No. 156/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs.4,51,371.00	Rs.9,027.00	4 (Four)months.
5	DNIT No. 157/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs.4,50,426.00	Rs.9,009.00	3(Three)months.
6	DNIT No. 158/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs.4,51,361.00	Rs.9,027.00	3(Three)months.
7	DNIT No. 159/EE/WRD-1/DNIT/2023-24	Rs.4,85,149.00	Rs.9,703.00	6(Six)months

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on 20/11/2023 upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form is on 21/44/2023 upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on 22/11/2023 upto 3.00 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30 PM if possible.

For details please visit at Website: www.tenders.gov.in and/or www.tripurainfo.com Publication in 3 (three) nos. local daily News paper.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

ICA/C-3200/23

Executive Engineer
W.R. Division No.1
Kunjaban, Agartala

কোচবিহার ট্রফি : লাস্ট বয়-এর তকমা গায়ে মেখেই ত্রিপুরা নাগপুরের অভিমুখে

অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফি : এলিট গ্রুপ-এ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
চন্ডিগড়	১	১	০	০	৬.৪১৮	৭
মুম্বাই	১	১	০	০	২.২৯০	৭
বিদর্ভ	১	১	০	০	২.০৬৫	৭
পাঞ্জাব	১	০	১	০	০.৪৮৪	০
গোয়া	১	০	১	০	০.৪৩৬	০
ত্রিপুরা	১	০	১	০	০.১৫৫	০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। গ্রুপে লাস্ট বয়-এর তকমা ইতোমধ্যে গায়ে লেগে গেছে। প্রথম রাউন্ডের খেলা সবেমাত্র সাঙ্গ হলো। কোচবিহার ট্রফির কথা বলা হচ্ছে। অনূর্ধ ১৯ জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট। আয়োজক বিসিসিআই। সারা দেশ জুড়ে খেলা চলছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে নির্ধারিত চার দিন খেলার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। তিন দিন পুরোপুরি খেলতে হয়নি। চন্ডিগড়ের কাছে ইনিংস সহ ২৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে এখন ত্রিপুরা দল নাগপুরের অভিমুখে। আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে নাগপুরে বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্টেডিয়ামে সিভিল লাইন্সে বিদর্ভ-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামবে। গ্রুপে একই সময়ে আরও দুটো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদর্ভ ইনিংস সহ ১২ রানের ব্যবধানে পাঞ্জাবকে পরাজিত করেছে। একইভাবে মুম্বাইও ইনিংস সহ ১২ রানের ব্যবধানে গোয়াকে পরাজিত করেছে। পয়েন্ট তালিকায় প্রথম রাউন্ডে বিজয়ী তিন দল চন্ডিগড়, মুম্বাই এবং বিদর্ভ সাত করে পয়েন্ট পেলেও কোশেন্ট এর হিসেবে চন্ডিগড় শীর্ষে। ত্রিপুরাকে ইনিংস সহ ২৩৬ রানের ব্যবধানে হারাতে পেরেছে বলে আপাতত শীর্ষস্থানে। মুম্বাই ও বিদর্ভ যথাক্রমে দ্বিতীয় শীর্ষ ও তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় মুম্বাই মুখোমুখি হবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। খেলা মুম্বাইয়ের শচীন তেন্ডুলকর জিমখানা গ্রাউন্ডে। গোয়া খেলবে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটি হবে সেনগুইম ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।

অনূর্ধ-১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেটে ত্রিপুরা আজ উত্তরাখন্ডের মুখোমুখি

অনূর্ধ ১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
হরিয়ানা	২	২	০	০	৪.১৪৩	৮
মধ্য প্রদেশ	২	১	১	০	০.৪২৩	৪
সৌরাষ্ট্র	২	১	১	০	-০.৫০০	৪
উত্তরাখন্ড	২	১	১	০	-০.৮৮৬	৪
কেরালা	২	১	১	০	-১.৪০০	৪
ত্রিপুরা	২	০	২	০	-১.৯৪৫	০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আসরের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে মঙ্গলবার মাঠে নামবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ উত্তরাখন্ড। ভিলাই এর সেক্টর ওয়ান মাঠে হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে। পর পর দুই ম্যাচে হেরে মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে নারায়ন দেব-এর মেয়েরা। অপরদিকে ২ ম্যাচ খেলে ১ টি ম্যাচে জয় পেয়েছিলো উত্তরাখন্ড। ফলে শক্তির বিচারে ত্রিপুরা থেকে এগিয়েই মাঠে নামবে উত্তরাখন্ড। তবে শেষ ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা লড়াই করার মানসিকতা দেখিয়েছিলো। যা থেকে অনুমেয় অভিজ্ঞতা বাড়ছে পারমিতাদের। সোমবার ভিলাই থেকে এ-কথাই বলেন ত্রিপুরার কোচ নারায়ন চন্দ্র দেব। তিনি বলেন,'একঝাঁক নবাগত ক্রিকেটারদের নিয়ে এসেছি আমি। লক্ষ্য একটাই মেয়েদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো। যাতে আগামীদিনে আরও ভালো খেলতে পারে মেয়েরা। তা মাথায় রেখেই কাজ করে চলছি'। পর পর দুই দিন ম্যাচ খেলায় সোমবার বিশ্রাম দেওয়া হয় ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের। কোচ ইবশ্বাস করেন, উত্তরাখন্ডের বিরুদ্ধেও দিপীকা পাল-রা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে।

গুয়াহাটিতে সিনিয়র ব্যাডমিন্টন রাজ্যদলের সিলেকশন ডিসেম্বরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আসামের গুয়াহাটিতে এবার বসছে জাতীয় সিনিয়র ব্যাডমিন্টনের আসর। আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে আসামের গুয়াহাটিতে সিনিয়র ন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন দল গঠন করার লক্ষ্যে আগামী ৬ই ডিসেম্বর আগরতলার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ব্যাডমিন্টন হলে সকাল ১১টায় এক নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের জাতীয় আই.ডি যুক্ত খেলোয়াড়-রাই কেবলমাত্র এই শিবিরে যোগ দিতে পারবেন। শিবিরে যোগদানের জন্য কোনো টি এ / ডি এ দেওয়া হবে না। জেলার খেলোয়াড়-রা স্ব স্ব

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চাকুরির দাবিতে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ টেট উত্তীর্ণদের। ছবি নিজস্ব।

গোপন অভিযানে গাঁজা বাগান ধ্বংস পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেও একাংশ লোকজন অতি মুনাফার রূপে গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে। রাজ্যে উৎপাদিত গাঁজা বহিরাজ্যে এবং বিদেশে পাচার করে মুনাফা অর্জন করছে ঐসব গাঁজা চাষী সহ একাংশ লোকজন। অবশ্য এই গাঁজা চাষ এবং গাজা পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবেই সিধাই থানাধীন ফকিরা মুড়া এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানের নেমে সাফল্য পেল পুলিশ।

এই অভিযানে প্রায় ৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোহনপুর এএসডিপিও বিজয় সেন। ফকিরামুড়া এলাকাতে সম্প্রতি অবৈধভাবে এই গাঁজা বাগান তৈরি করা হয়েছে বলে খবর ছিল পুলিশের কাছে। তার ভিত্তিতেই সিআরপিএফ, টিএসআর এবং পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়েছে।

যদিও গাঁজা চাষের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। রবিবার ভোর রাতে গাঁজা চাষীদের ঘুমে রেখেই এই সফল অভিযান করেছে সিধাই থানা। এলাকার অন্যান্য আরো গাঁজা বাগানগুলো ধ্বংস করার ক্ষেত্রেও পুলিশ এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার অপেক্ষায় স্থানীয় জনগণ।

অন্যদিকে, নেশার বিরুদ্ধে আবারো অভিযান চালালো রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশ। দুই ঘণ্টা ধরে অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে গাঁজা গাছের চারা। আজ সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু হয়ে সকাল সাতটা পর্যন্ত চলে এই অভিযান।

অভিযানে নেমে ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার গাঁজা গাছের চারা কেটে, আগুন ধরিয়ে দিয়ে গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে পুলিশ। অভিযানটি চলে রাজনগর ব্লকের রাজনগর পিআরবাড়ি থানাধীন ঘোষ খামার লেইকপাড়া এলাকায়। ওসি রতন রবি দাসের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানের সময় সাথে ছিলেন ৬৯ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ন, রাজনগর বনদপ্তরের কর্মী ও রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজনগর ঘোষখামার লেইক পাড়া এলাকায় চলে এই অভিযান। আগামীদিনেও এই অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন ওসি রতন রবি দাস।

উদয়পুর মহাবিদ্যালয়ে রুদ্র-দ্য রে অফ হোপ' সামাজিক সংগঠনের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ নভেম্বর।। রবিবার রুদ্র দা রে অফ হোপ সামাজিক ও মানবিক সংগঠনের উদ্যোগে উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ভলান্টিয়ারদের নিয়ে ড্রাগসের উপর গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের কর্ণধার রাজীব কুমার সাহা রুদ্র সামাজিক সংগঠনের কর্মপদ্ধতি ও ড্রাগসের ক্ষতিকর দিকগুলো, রক্তদানে যুবকদের এগিয়ে আসতে ও যোগাভ্যাসে যুবকরা যেন নিজেরাও অনুশীলন করে ও অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করে ইত্যাদি দিকগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সংগঠনের সদস্য সৌম্যব্রত চক্রবর্তী সংগঠনের কর্মপদ্ধতি ও বৃক্ষরোপণে সবাইকে আহবান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার তথা এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর দেবজিৎ দাস ,- সংগঠনের এ ধরনের সচেতনতা শিবিরের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন আগামী দিনে ওনারা রুদ্রা সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করবেন। সমাজে বড় পরিসরে সামাজিক কাজ করতে গেলে সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করা সম্ভবপর হয় এবং এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ শিবির করার জন্য রুদ্র সমাজের সংস্থার কর্ণধার রাজীব কুমার সাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত শিবিরে কর্ণধার রাজিব কুমার সাহা আহবান করেন সামাজিক কাজে যেন যুবকেরা পিছিয়ে না থেকে আরো বেশি করে এগিয়ে আসে ও নেশা মুক্ত সমাজ গড়তে যুবকদের এগিয়ে আসার জন্য আহবান ও অনুপ্রাণিত করেন। রুদ্রামাজিক ও মানবিক সংগঠন বিগত দিনেও সামাজিক কাজ করছেন, বর্তমানেও বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকাতে করছেন ও ভবিষ্যতেও আরো বেশি করে এই ধরনের প্রোগ্রাম করবেন বলে জানান সংগঠনের কর্ণধার রাজিব কুমার সাহা। এই সচেতনতা শিবিরে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও উৎসাহ বহু গুনে বেড়ে যায়

উদয়পুর ইউআরসি হলে এক দিবসীয় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ নভেম্বর।। উদয়পুর কিরীট বিক্রম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইউ আর সি হলে অনুষ্ঠিত হলো এক দিবসীয় বিশেষ ভাবে সক্ষম (সি ডব্লিউ এস এন- চাইল্ড উইথস্পেশাল নীড) শিক্ষার্থী নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় কীডসপাওয়ার সুপারিশ করার জন্য বিশেষ অভিযান। মাতাবাড়ি ব্লক এবং ইউ আর সির মোট চল্লিশ জন সি ডব্লিউ এস এন শিক্ষার্থী নির্ধারণ করে তাদের অন লাইন রেজিস্ট্রেশন করার পর কিডসদানের ব্যাবস্থা করা হবে।এ এল এম কোং গোলাপি শাখার (আরটিফিসিয়াল লিম্ভ ম্যানোফেকচারিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-এ এল এম কোং) সহযোগিতায় গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিকের ব্যবস্থাপনায় উদয়পুর মহকুমার বিদ্যালয় পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে এই এক দিবসীয় সি ডব্লিউ এস এন সুবিধাভোগী নির্ধারণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয় ।আগামীকাল এই বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হবে টেপানিয়া বি আর সি হলে,তার পরদিন কিল্লায় অনুষ্ঠিত হবে এই ধরনের শিবির। বিশেষ ভাবে সক্ষম (সি ডব্লিউ এস এন- চাইল্ড উইথস্পেশাল নীড) শিক্ষার্থী নির্ধারণে এ এল এম কোং পক্ষে রাজীব (অডিওলোজিষ্ট), গৌরব কুমার (প্রোস্টেটিক্স এবং অর্থেটিক টেকনিশিয়ান ও ডাটা এন্টি টেকনিশিয়ান সারদ শুক্লা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের গোমতী জেলা সি ডব্লিউ এস এন কোর্ডিনেটর মধুমিতা মজুমদার, উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া,ইউ আর সি কো-অর্ডিনেটর তথা কে বি আই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত পাল , বি আর পি করবী মজুমদার, জয়ী দেব, প্রসেনজিৎ সাহা,অর্জুন দেববর্মা,বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদয়পুর মহকুমা অফিসের অজয় মজুমদার, আবুল কালাম মৈসান, চন্দন সরকার, কাদের হোসেন, চন্দ্রপুর কলোনির ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন অপুরাম সরকার এই বিশেষ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই শিবিরে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে যারপরনাই খুশী।

অখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ উদযাপন ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। ৭০ তম অখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে উদ্ভাবনি সামাজিক সংস্থার পরিচালনায় এবং নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কো-অপারেটিভ উইক অবজারভেশন প্রিপার্টির কমিটির সহায়তায় ধর্মনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

প্রধান অতিথির হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার। মেডিকেল অফিসার ধর্মনগর মহকুমার হাসপাতাল ডক্টর শাওলীমা ঘোষ। গৌড় কান্তি গোস্বামী টিচার ইনচার্জ, ধর্মনগর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অনিল দেববর্মা , ডেপুটি রেজিস্টার কোপারেটিভ সোসাইটির ,উত্তর ত্রিপুরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্য অমিত মল্লিক এবং সত্যজিৎ দেবনাথ। রক্তদান শিবিরে মোট ১৮ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

সৎসঙ্গ মেডিকেল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সেমিনার আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। সৎসঙ্গ মেডিকেল এসোসিয়েশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজে জীবনচর্চার নানা বিষয় নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারনা সৃষ্টি করা, জীবনের নানা সমস্যা থেকে থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে সজাগ করা, আধ্যাত্মিকতা, গুরুকরণ ও ধ্যানের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করাই এই সেমিনারের মূল লক্ষ্য। তারই অঙ্গ হিসাবে সৎসঙ্গ মেডিকেল এসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখা আজ সোমবার হাঁপানীয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের নবনির্মিত বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী জেলাভিত্তিক ৭০তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ

সমবায়ে গ্রামীণ শিল্পকে প্রাধান্য দিতে হবে : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে সমবায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমবায়ে গ্রামীণ শিল্পকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই সমবায় আন্দোলনে আরও বেশি মানুষ যুক্ত হবেন। আজ অমরপুর নতুন টাউনহলে গোমতী জেলাভিত্তিক ৭০তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, সমবায় দপ্তরের লক্ষ্য থাকতে হবে শহর থেকে গ্রাম সবঅংশের মানুষকে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করা। তবেই মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় বলেন, আরও বেশি করে মানুষকে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তবেই তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবেন। বিধায়ক রঞ্জিত দাস সমবায় আন্দোলনে আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অমরপুর পঁায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ রুদ্রপাল, বিএসির চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, অমরপুর নগর পঁায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, মহকুমা শাসক প্রশান্ত বাদল নেগি, সমবায় দপ্তরের উপনিয়ামক সীব ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশালগড় পৌর পরিষদে উদ্যোগে প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ নভেম্বর।। সোমবার সকালে বিশালগড় পৌর পরিষদের অন্তর্গত চারটি ওয়ার্ডের নাগরিকদের নিয়ে বিশালগড় নতুন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিঘরে সুশাসন ২.০ এই কর্মসূচি ।বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও সুযোগ সুবিধা গুলো জনগণের হাতে কাছে পৌঁছে দেওয়াই সরকারের মূল উদ্দেশ্য ।একই ছাদের তলায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জনগণ যাতে সুবিধা গুলো লুফে নিতে পারেন তাই এই সুশাসন কর্মসূচি ।এই কর্মসূচিতে পৌর পরিষদের চারটি ওয়ার্ডের প্রায় দুশো জন নাগরিক উপকৃত হয়েছেন ।বিশালগড় নতুন টাউন হলে সোমবার সকালে আয়োজিত সুশাসন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার, কাউন্সিলর অনুরাগ চক্রবর্তী, রতন দেব সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ এই কর্মসূচিতে বিশালগড় পৌর পরিষদের চারটি ওয়ার্ডের নাগরিকদের মধ্যে সরকারী বিভিন্ন স্কিম গুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। , প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কিম নিয়ে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় নতুন টাউন হলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, কৃষি দপ্তর, ডি ডব্লিউ এস, স্বাস্থ্য দপ্তর, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, এছাড়া পিআরটিসি, আধার কার্ড সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিষয়ে নাগরিকদেরকে সচেতন করা হয়। বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্কিমগুলো সেই স্কিম গুলো নিয়ে দফতরের আধিকারিকরা তুলে ধরেন। প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচিতে টি আর এল এম এর বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে সুশাসন কর্মসূচিতে স্টল নিয়ে বসেন। অনুষ্ঠানে বিশালগড় কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন অঞ্জন পুরকায়স্থ বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকরাও স্টল গুলি ঘুরে দেখেন।

এক মহিলার আত্মহত্যা ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ নভেম্বর।। কৈলাসহর বিদ্যানগর ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক মহিলার আত্মহত্যা করা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা অমল কুমার সিনহার স্ত্রী সঙ্গীতা সিনহা আজ সকাল বেলা উনার নিজ ঘরের মধ্যে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে, যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

প্রাপ্ত সংবাদে আরোও জানা যায়, অমল কুমার সিনহা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন তিনি বিগত কয়েক বছর পূর্বে চাকরি থেকে অবসর নেন। উনারা স্বামী-স্ত্রী একাই ঘরে থাকতেন। সঙ্গীতা সিনহা প্রায় সময়ই কোন কিছু নিয়ে উনার সন্তানদের সাথে এবং স্বামীর সাথে যে কোন কিছু নিয়ে বাকবিতান্ডায় জড়িয়ে পড়তেন।

জানা যায় আজ সকালবেলা সংগীতা সিনহা অকারণেই উনার স্বামী অমল কুমার সিহনার সাথে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এরপর প্রতিদিনের মতো আজও অমল কুমার সিনহা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এরপর তিনি বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পান যে উনার ঘরের দরজা বন্ধ উনার স্ত্রীকে অনেকবার ডাকাডাকি করার পরও দরজা না খুলায় উনার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে উনার নিকট আত্মীয়রা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমায়। এরপর ওরা দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পায় যে সঙ্গীতা সিনহা একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। তারপর খবর পেয়ে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ গিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে সঙ্গীতা সিনহার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত করার পর তার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

ধর্মনগরে জনসভায় অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ নভেম্বর।। ধর্মনগরের নেতাজী মূর্তির পাদদেশে ৫৬ নং বিধানসভা কেন্দ্রের সমর্থকদের নিয়ে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এই জনসভায় ৬৮ পরিবারের সদস্য বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপির পতাকা তলে সামিল হয়েছেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে তাদের দলে বরণ করে নিয়েছেন বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। যদি নির্বাচনে এবার বিজেপি দল রাজ্যে জয়লাভ করতে না পারতো তবে সিপিএম এবং কংগ্রেস কোথায় কোথায় নির্বাচনের পর আক্রমণ করতে হবে, বাড়িঘর ভাঙতে হবে তা আগে থেকেই চিনিয়ে দিয়েছিল বলে তিনি দাবি করেছেন। তিনি বলেন, কিছু মানুষ ২০২৩ এর নির্বাচনের আগে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা উপকারীর উপকার ভুলেননি তাদের ভোটে পুনরায় বিশ্ববন্ধু সেন বিজয়ী হয়েছে। এই অবস্থায় যখন উনাকে কেউ হারাতে পারেনি আর উনার জীবনদশায় এই কেন্দ্র থেকে উনাকে হারাতে পারে এমন সাধ্য কারোর নেই। বিভিন্ন সময় দলমত নির্বিশেষে তিনি যেভাবে মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা এক এক করে তুলে ধরেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, ধর্মনগর মন্ডলের সভাপতি শ্যামল কান্তি নাথ এবং উত্তর জেলা বিজেপি দলের প্রভারি বিকাশ শর্মা। এই জনসভার মুখ্য বক্তা বিশ্ববন্ধু সেন প্রথমেই ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনে যারা কংগ্রেস সিপিএম জোটকে উপেক্ষা করে উনাকে জিতিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ডিসেম্বরে আইপিএফটির রাজ্য সমাবেশের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। ডিসেম্বরে আইপিএফটির বিভাগীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির কার্যকর্তাদের নিয়ে রাজ্যভিত্তিক সমাবেশ আয়োজিত হতে চলেছে। আজ আইপিএফটির কার্যকরি বৈঠক শেষে এমনটাই জানালেন দলের সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং।

এদিন তিনি বলেন, মূলত দলের সাংগঠনিক পরিসিতি নিয়ে আজকের এই বৈঠক। পাশাপাশি আগামীদিনের দল কীভাবে কাজ করবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দল কিভাবে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশের হিন্দুদের আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবার আহ্বান বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। অসম তথা সারা বিশ্বের বাঙালিদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের হিন্দুদের আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবার আহ্বান জানাল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ।বাংলাদেশে নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনে গনতন্ত্র প্রেমী বাংলাদেশের হিন্দুদের সুরক্ষার স্বার্থে আওয়ামী লীগ সরকারকে ভোট দেবার আহ্বান জানালেন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ।শিলচর কার্যালয়ে এদিন সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিডিএফ মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় বলেন, যে বাংলাদেশে গতবার দুর্গাপুজোর সংখ্যা ছিল ৩০০০০, যা এবার বেড়ে হয়েছে ৩৪০০০। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের পুজোও পুলিশ প্রশাসন তথা তাঁর পার্টির ক্যাডারদের প্রতিটি পুজোয় পাহারা দেবার কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আনন্দে,উদ্যমে এবার পুজো উপভোগ করেছেন বাংলাদেশের হিন্দুরা ।অথচ ভারতের যে অসম রাজ্যে এক কোটি কুড়ি লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন সেখানে ২৪ টি পুজো প্যান্ডেলে বাংলা ব্যানার টেনে নামিয়েছে,মন্ডপসজ্জা নষ্ট করেছে দুস্কৃতীকারীরা। আজ পর্যন্ত একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি। কারও বিচার হয়নি। এটাই প্রমাণ করে যে আওয়ামী লীগ সরকার প্রকৃত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে তৎপর রয়েছেন এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের হিন্দুদের সুরক্ষা কখনই বিঘ্নিত হবেনা ।এদিন প্রদীপ আরও বলেন, যে যদিও তখন তিনি ছোট ছিলেন তবুও যেভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সে দেশের হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ বাংলাভাষার অধিকার রক্ষায় মরণপন সংগ্রাম করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন তার স্মৃতি এখনো তাঁর মনে অমলিন রয়েছে। তিনি বলেন এরপর কিছু মৌলবাদী শক্তি বিদেশি রাস্ট্রের মদতে তৎপর হয়ে হিন্দুদের উপর হামলা চালায় এবং তাঁতে তদানীন্তন সরকারের বদনাম হয়। তিনি বলেন দেখা গেছে এসব মৌলবাদী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ প্রস্তুতি

জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বিজেপির তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আজ থেকে তিন দিনব্যাপী সারা রাজ্যের কুড়িটি নগর সংস্থার প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে আগস্ট মাসে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিতদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। পাশাপাশি ওই শিবিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনগণের জন্য যে সকল প্রকল্প চালু করেছেন, সেগুলি কিভাবে আরো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেইসব বিষয়ও আলোচনা হবে।

প্রসঙ্গত, আজ রানীরবাজার গীতাঞ্জলি হলে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, পুরপরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে বিজেপি দলীয় পর্যায়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আগস্ট মাসে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিতদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, রানীবাজারে আজ তিনটি প্রশিক্ষণ শিবির হবে। আগামীকাল ও ২২ নভেম্বর ধর্মনগর এবং বিলোনিয়ায় এই ধরনের শিবির অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব, মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, প্রশাসনিক ও দলের প্রতি কি কি দায়িত্ব রয়েছে ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি ।পাশাপাশি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনগণের জন্য যে সকল প্রকল্প চালু করেছেন, সেগুলি কিভাবে আরো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেইসব বিষয়ও এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আলোচনা হবে ।রাজনৈতিক এই প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কে জানিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।